



JAGARAN ■ 14 November, 2020 ■ আগরতলা, ১৪ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২৮ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## সীমান্তে আগ্রাসনের যোগ্য জবাব ভারতের নিহত আট পাক সেনা

শ্রীনগর, ১৩ নভেম্বর (হিস.)। দীপাবলীর মুখে আলোর উত্বকে রক্তাক্ত করে তোলার সমুচিত ফল পেল পাকিস্তান। আচমকই দীপাবলির আগে উত্তপ্ত ভারত-পাক সীমান্ত। যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে অবিশ্রান্ত ভাবে গুলি ও বোমা বর্ষণ করছিল পাক সেনা। পালটা জবাব দেয় ভারত। এতে নিহত হয়েছে কমপক্ষে আটজন পাকিস্তানের সেনা। এর মধ্যে আছে দুই-তিনজন পাকিস্তান স্পেশ্যাল সার্ভিস গ্রুপের কমান্ডো বলে ভারতীয় সেনার সূত্রে জানা গিয়েছে। ভিডিওতেই স্পষ্ট পাকিস্তানের বাঙ্কার, লঞ্চ প্যাড ও ফুয়েল ড্রাম্প এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আটজন মারা গিয়েছে ও গুরুতর আহত হয়েছে ১০-১২ জন পাক সৈনিক। সূত্রের খবর, পাকিস্তানি শিবিরে নিহতদের মধ্যে আছে ২-৩ জন পাক সেনার স্পেশ্যাল সার্ভিস গ্রুপের কমান্ডো। সব মিলিয়ে অন্তত ৮ পাক সেনা জওয়ান নিহত হয়েছে।

এর আগে পাক মদত পুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ রূপান্তরে দিয়ে ও যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের জেরে প্রাণ হারিয়েছে তিন ভারতীয় সেনা। এদের মধ্যে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে উরি সেক্টরে, একজনের গুরেজে। এছাড়াও মৃত্যু হয়েছে একজন বিএসএফ জওয়ান ও চারজন সাধারণ মানুষের। একজন মহিলা ও সাত বছরের ছেলে সহ চারজন অসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে উরিতে। পাক শেলিংয়ে মৃত্যু হয়েছে তাদের। এছাড়াও আহত হয়েছে চারজন। সেনার মুখপাত্র কর্নেল রাজেশ কালিয়া জানিয়েছেন যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ডায়ার, কেরান, উরি ও নৌগাম সেক্টরে শেলিং করেছে পাকিস্তান। জেনেবরুখে যেখানে অসামরিক নাগরিকরা থাকে সেখানে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান, বলে তিনি জানান। তবে কর্নেল জানান যে ভারতীয় সেনা যোগ্য জবাব দিয়েছে।

নৌগামে একজন বিএসএফ জওয়ানের শেলিংয়ে মৃত্যু হয়েছে। তবে কেরান ও উরি সেক্টরে বেরকম শেলিং হয়েছে, সেটা সাম্প্রতিক কালে হয়নি বলেই জানিয়েছেন স্থানীয়রা। সারাদিন শুধু রাডায় অ্যান্টিলেসের ঘটনা ও বোমার আওয়াজে আতঙ্কে শিটিয়ে আছেন নাগরিকরা।

জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রাখার ওপার থেকে যুদ্ধবিরতি ভেঙে হামলা করেছিল পাক সেনা। পাশাপাশি পাক সেনার মদত ভারতে অনুবেশের চেষ্টাও করে সন্ত্রাসবাদীরা। তাদের ছক বানচাল করতে গিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরে দুটি পৃথক জয়গায় তিন ভারতীয় সেনা জওয়ান নিহত হন। উরি সেক্টরে প্রাণ হারান ২জন, একজন গুরেজ সেক্টরে।

সূত্রের খবর, পাকিস্তান দাওয়ার, কেরান, উরি, নগাঁম সম্মত একাধিক সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর কোনও প্ররোচনা ছাড়াই যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে হামলা চালায়।

প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, উত্তর কাশ্মীরের বারামুছা জেলায় উরি সেক্টরের হাঞ্জিপুরে বিনা প্ররোচনায় যুদ্ধবিরতি চুক্তিভঙ্গ করে ভারী গোলাবর্ষণ শুরু করে পাক সেনা। ভারতীয় সামরিক ছাউনির পাশাপাশি

এর পাতায় দেখুন



আগরতলায় আখাউড়া সীমান্তে বিএসএফ এবং বিজিবি যৌথভাবে দীপাবলি উৎসবে পালন করেছে।

### আমবাসায়না বালিক অপহরণের দায়ে গ্রেপ্তার পিতা-পুত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর। ধলাই জেলার আমবাসা টিআরটিসি পাড়ার এক নাবালিকাকে অপহরণের ঘটনায় অভিযুক্ত এবং তার পিতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তরা হলো মূলক অধিকারী এবং তার পিতা গৌতম অধিকারী।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে টিআরটিসি কলোনী পাড়া এলাকার মূলক অধিকারী অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে আমবাসা থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়। অপহৃত নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে জানা যায় তারা অপহরণকারী বাড়ি মেম্বাইল ছিনতাই করেছে ছিনতাইকারীরা।

অবশ্য স্থানীয় জনগণ ছিনতাইকারীকে সাথে সাথে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। ছিনতাইকারীকে আটক করে উত্তেজিত জনতা গণপ্রহার দেন। গণ প্রহার দিয়ে তাকে গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়। শুধু তাই নয় তার মাথার চুল কেটে ন্যাড়া করে দেওয়া হয়েছে। তারপর খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে গিয়ে সেখান থেকে ছিনতাইকারীকে উদ্ধার করে

ওই নাবালক জানিয়েছে, দমকল কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। চিকিৎসকদের বক্তব্য, আঙন লেগে ওই নাবালকের শরীরের গভীর ক্ষত হয়েছে। ফলে তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। মেম্বাইল গেমের জন্য কোনও নাবালকের করণ পরিণতি ত্রিপুরায় সম্ভবত প্রথম। এদিকে, খেলার ছিল

এর পাতায় দেখুন

### আখাউড়া সীমান্তে দীপাবলি উৎসবে মাতল বিএসএফ ও বিজিবির, জ্বালিয়েছে মোমবাতি

আগরতলা, ১৩ নভেম্বর (হিস.)। আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির আদান-প্রদান করলেন দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। আজ গুরুত্বপূর্ণ আগরতলার আখাউড়া চেকপোস্টে জিরো লাইনে দুই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা মোমবাতি লাগিয়েছেন। বিএসএফ আজ বিজিবির হাতে মিস্ত্রি প্যাঁকেট তুলে দিয়েছে। এভাবেই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের আরও উন্নতি চেয়েছেন তারা।

দীপাবলি উপলক্ষে আজ বিএসএফ ১২০ নম্বর ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডেন্ট ইন্সপেক্টর রাজকুমার বিজিবি

এর পাতায় দেখুন

আখাউড়া সীমান্তে দীপাবলি উদ্‌যাপনের আয়োজন করেছে বিএসএফ। দীপাবলি-র প্রাক-সন্ধ্যায় প্রতি বছর বিএসএফ জওয়ানরা মোমবাতি জ্বালিয়ে চারিদিক আলোকিত করেন। এই আলোর উৎসবে বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবিও যোগ দেবে। সন্ধ্যা নেমে আসার পর সীমান্তে জিরো লাইনে দুই বাহিনীর জওয়ানরা মিলে মোমবাতি জ্বালিয়েছেন।

দীপাবলি উপলক্ষে আজ বিএসএফ ১২০ নম্বর ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডেন্ট ইন্সপেক্টর রাজকুমার বিজিবি

এর পাতায় দেখুন

### আমবাসায় নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ছড়ার জলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর। ধলাই জেলার আমবাসার রায়পাশা ছড়া থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম মনোজ দেবনাথ। গত বুধবার থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। এ ব্যাপারে আমবাসা থানা একটি নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সন্ধ্যা সব জায়গায় খোঁজখবর পরেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

শুক্রবার স্থানীয় লোকেরা ছড়ার জলে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে আমবাসা থানার পুলিশ এসে জল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। খবর পাঠানো হয় মৃতের পরিবারের লোকজনদের কাছে। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন এসে মৃতদেহ শনাক্ত করেন।

পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয় প্রায় সময় ও বাড়িঘরে কোন কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেত মনোজ দেবনাথ নামে ওই ব্যক্তি। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু নাকি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তা নিয়ে জানমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত

এর পাতায় দেখুন

### আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক মন্দা, রাজ্য সরকারকে বিঁধল সিপিএম

আগরতলা, ১৩ নভেম্বর (হিস.)। ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক মন্দার জন্য বিরোধী সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারকে সমালোচনায় বিঁধেছে।

দলের রাজ্য কমিটির বৈঠকে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস বলেন, রাজ্যজুড়ে খুবই খারাপ পরিস্থিতি। রাজ্যের গ্রামীণ, পাহাড় এবং নগর অঞ্চলে সাধারণ জনগণের মধ্যে কাণ্ড ও খাদ্যের তীব্র সংকটের পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, রেগায় মজুরি বেড়ে ৩৪০ টাকা করার

প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে চেকছে, রেগা শ্রমিকরা কাজই পাচ্ছেন না। তাঁর দাবি, রেগায় ১৫-১৬ শ্রমদিবস সৃষ্টিকারী সম্ভব হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, রেগা শ্রমিকদের বৎসামান্য উপার্জনেও শাসক দলের নেতারা খাবা বসচ্ছেন।

তিনি এদিন উদ্বেগের সুরে বলেন, আর্থিক অবস্থার বেহাল দশার কারণে মানুষের না খেয়ে মারা যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ফলে, ঋণ নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন অনেকে। কিন্তু, ওই ঋণ পরিশোধ করবেন কীভাবে, গ্রামীণ এলাকার গরিব মানুষ তা জানেন না। তাঁর কথায়, গ্রামীণ এলাকার পাশাপাশি শহরাঞ্চলেও দারুণ আর্থিক অনটন দেখা দিয়েছে। কারণ, শহরাঞ্চলের গরিব মানুষ

এর পাতায় দেখুন

### চুরাইবাড়িতে ধৃত কেনিয়ার নারী ও পুরুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৩ নভেম্বর। অসম-ত্রিপুরা সীমান্তের অসম চুরাইবাড়িতে আটক মহিলা ও পুরুষ সহ দুই বিদেশি নাগরিক। গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ আগরতলা থেকে গুয়াহাটীগামী নৈশ বাসে অসম প্রবেশের মুখে এই দুই বিদেশী নাগরিক অসম চুরাইবাড়ি ওয়াচপোস্ট পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। এ মর্মে চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ আগরতলা শহর থেকে গুয়াহাটী

### রাজ্যে পৃথক স্থানে ফাঁসিতে ও আঙুনে মৃত্যু দুই নাবালিকের

আগরতলা, ১৩ নভেম্বর (হিস.)। একইদিনে পৃথক স্থানে দুটি মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হলেন ত্রিপুরাবাসী। মেম্বাইল গেম খেলার জন্য বাড়ি থেকে কাউকে না জানিয়ে ৫০০ টাকা নেওয়ার ভয়ে এক নাবালক শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। অন্যদিকে, খেলার ছলে নয় বছরের এক শিশুকন্যা গলায় গামছা জড়িয়ে যাওয়ার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে।

ফ্রি ফায়ার মেম্বাইল গেমের জন্য আজ শুক্রবার এক নাবালক প্রাণ হারিয়েছে। আগরতলার ভাটি অভয়নগর এলাকার বাসিন্দা সাধন দাসের নাবালক ছেলে শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। মৃত্যুর আগে ওই নাবালক নিজেই জানিয়েছে, গেম খেলার জন্য বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে ৫০০ টাকা এনেছিল। ওই বিবরণি বাড়িতে জানাজানি হওয়ার

ভয়ে শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়েছি। নাবালকের দেওয়া বয়ান অনুযায়ী, তারা চার ভাই-বোন। ভাটি অভয়নগরে তারা ভাড়া থাকে। গেম খেলার জন্য ৫০০ টাকা নিয়ে গিয়েছিল। পরে কাজটি ভুল হয়েছে বুঝতে পেরেছে। তবে বাড়িতে বিষয়টি জানাজানি হওয়ার ভয়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

এদিকে, খেলার ছিল

এর পাতায় দেখুন

### রামনগরে ফের সোনার চেইন ছিনতাই, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর। রাজধানী আগরতলা শহরের রামনগর সাত নম্বর রোডে এক শিশুর গলা থেকে স্বর্ণের চেইন এবং মেম্বাইল ছিনতাই করেছে ছিনতাইকারীরা।

অবশ্য স্থানীয় জনগণ ছিনতাইকারীকে সাথে সাথে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। ছিনতাইকারীকে আটক করে উত্তেজিত জনতা গণপ্রহার দেন। গণ প্রহার দিয়ে তাকে গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়। শুধু তাই নয় তার মাথার চুল কেটে ন্যাড়া করে দেওয়া হয়েছে। তারপর খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে গিয়ে সেখান থেকে ছিনতাইকারীকে উদ্ধার করে

এর পাতায় দেখুন

### তফশিলি উপজাতি এবং ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাসের শংসাপত্র চেয়েছে ব্র শরণার্থীরা

আগরতলা, ১৩ নভেম্বর (হিস.)। তফশিলি উপজাতি এবং ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাসের শংসাপত্র রাজ্য সরকারের কাছে চেয়েছে ব্র শরণার্থী সংগঠন। ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসে সরকারি অনুমোদন সুনিশ্চিত করার প্রক্ষেপে মুখ্যসচিব মনোজ কুমারকে লেখা এক চিঠিতে এই আবেদন জানিয়েছেন সংগঠনের সম্পাদক ব্রনো মশা। প্রসঙ্গত, গত

জানুয়ারিতে ব্র শরণার্থীদের ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাসে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ত্রিপুরার সরকার তাদের জমির বন্দোবস্ত করে দেবে। ত্রিপুরা সরকারের ওই সিদ্ধান্তে দুই দশকের অধিক সময় ধরে চলমান সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। এ-বিষয়ে ব্রনো মশা জানিয়েছেন, ত্রিপুরা সরকারের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের বসবাসের স্থায়ী সমাধান করেছে

বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার। তাই, ত্রিপুরার নাগরিক হিসেবে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য তফশিলি উপজাতি এবং ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাসের শংসাপত্র চেয়েছি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার মুখ্যসচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়ে এই আবেদন জানিয়েছি। তাতে উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক এবং কাঞ্চনপুর ও পানিসাগর মহকুমা শাসককে

এর পাতায় দেখুন

## বিভিন্ন পদে প্রায় আট হাজার সরকারি চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারেরঃ মুখ্যমন্ত্রী

আমবাসা, ১৩ নভেম্বর (হিস.)। বিভিন্ন পদে প্রায় ৮ হাজার সরকারি চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। পাশাপাশি, বনকে কেন্দ্র করে বনাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবন জীবিকার সুযোগ সম্প্রসারণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বন দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মূল উদ্দেশ্য বনবাসী মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশকে রক্ষা করা। আজ ধলাই জেলায় আমবাসার চন্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ইন্দো-জার্মান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আরও মন্ত্রী দেওয়ার প্রকল্প। তিনি বলেন, বন জীবনদায়ী অঙ্গিভেদ দেওয়ার পুনরঞ্জীবিত করতে সহায়তা করে। পাশাপাশি বনজ এলাকায়



আমবাসায় ইন্দো-জার্মান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বলেন, ২৮০ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি গুরুত্ব অনেক। কারণ এই প্রকল্পটি হলো পরিবেশ দূষণ থেকে পাশাপাশি নদী তীরের ভাঙ্গন রোধে, পাহাড়ি এলাকায় ভূমিকম্প রোধে করে, শুকিয়ে যাওয়া নদীগুলিকে বসবাসকারী জনসাধারণের রোগজীবাণু মুক্ত রাখতে সহায়ক।

নেবে। তিনি বলেন, বনজ সম্পদকে ব্যবহারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মাবলীর সরলীকরণ করা হয়েছে। অধিক বনায়নের বন্ধে এবং মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বন দপ্তরের উদ্যোগে গড়ে ওঠা নার্সারি প্রতিটি চারা গাছ মাত্র এক টাকার বিনিময়ে জনগণের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধলাই জেলার সার্বিক উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই জেলায় একটি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য জেলার জনগণকে কোনও আন্দোলন করতে হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সবকা সাথ সবকা বিকাশ

এর পাতায় দেখুন



## আলোর উৎসব দীপাবলি

রাত পোহালেই আলোর উৎসব দীপাবলি। আলোর উৎসব দীপাবলিকে কেন্দ্র করিয়া গোটা রাজ্য আলোকজ্বলন্ত হইয়া উঠিয়াছে। দীপাবলির আনন্দ উল্লাসে মাতিয়া উঠিবেন রাজ্যবাসী। পটকা বাজি ফোটানোর রীতিনীতি দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই ধরনের প্রবণতা পরিবেশের ওপর মারাত্মক আঘাত নাহায়া আনিতেছে। গোটা বিশ্বের কাছেই সবচেয়ে বড় বিপদ উদ্ভাষন ও বায়ুদূষণ। মানুষের অজ্ঞানতার কারণেই বারবার আঘাত নামিয়া আসিতেছে প্রকৃতির উপর। যাহার ফল ভুগিতে হয় সেই মানুষকেই। বিষবাপ্প মানুষ ও প্রকৃতির মারাত্মক ক্ষতি করে জানিয়াও তবু মানুষের সচেতনতার অভাব অনেকসময় বিপদ বাড়াইয়া তোলে। এমনতেই শীত পড়িতে শুরু করিলে বাতাসে থাকা ধূলিকণা নীচের দিকে নামিয়া আসে। তার সঙ্গে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, সালফার-ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন-ডাইঅক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে মিশিলে পরিষ্কৃতি যে ভয়াবহ হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দূষণের কারণেই কাশি, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, হৃদরোগ, ফুসফুসের নানা রোগ এমনিতেই দিনে দিনে বাড়িতেছে। সেইসঙ্গে এবার কোভিড মহামারীর বছরে বাড়তি এক দুর্শিচন্না হাজির। কারণ করোনা ভাইরাস ফুসফুসকে আক্রমণ করে। তাই প্রয়োজন দূষণরোধে বাড়তি সতর্কতা। বিশেষত উৎসব মরশুমে। রাজ্যে এখন পূজোর মরশুম। কালীপূজো দীপাবলি ছটপুজোর জন্য প্রস্তুতিপর্ব শুরু হইয়া গিয়াছে। প্রতি বছর এই উৎসব মরশুমে উজ্জ্বলে আসবে ভাসিয়া যাওয়া বহু মানুষকে বাজি পোড়ানোর আনন্দে মাতিয়া উঠিতে দেখা যায়। তাহাতে বাড়ে বাতাসে দূষণের মাত্রা। চলতি বছরে কোভিডের ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে উৎসবমুখর রাজ্যবাসীর বিবেকের কাছে তাই প্রশ্ন, তাঁহারা কি এবার বাজি পোড়ানো থেকে বিরত থাকিবেন? না কি আতসবাজি পোড়ানোর আনন্দে মাতিয়া উঠিয়া ডাকিয়া আনিবেন নিজের বিপদ, অমেরও। কারণ বায়ুদূষণের মাত্রা অতি সামান্য বাড়িলেও বাড়িতে পারে করোনা সংক্রমণের হার। করোনা আক্রান্তের এমনকী করোনা জরীদেও শ্বাসকষ্ট রুখিতে এইটুকু মানবিকতার দৃষ্টান্ত কি রাখিবেন না ব্রাহ্মণের মানুষ? আম জনতার সংঘর্ষই এখন ভরসা।

প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বুজিয়া দুর্গাপূজোর সময়ে এই রাজ্যের মানুষ বুকাইয়া দিয়াছিলেন তাঁহারা নিজদের কৃত বদলে নিতে জানেন। এই বছর পূজোমরশুমে জনপ্রিয় হইল। অধিকাংশ মানুষই মানিয়া মানিয়া নিয়াছিলেন প্রতিমাদর্শনের যাবতীয় বিধিনিষেধ। সেই আত্মসংযমের কারণেই দুর্গাপূজোর সময়ে রাজ্যে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার বাড়েনি। যা দৃষ্টান্ত হইয়া রহিয়াছে। আশা করা যায় কালীপূজো, দীপাবলির উৎসবের রাতেও রাজ্যবাসী সেই সচেতনতার নজিরই গড়িবেন। কারণ করোনার বিপদ পিছু ছাড়েনি। করোনা আবহে বাজির শব্দ ধোঁয়া ছাড়াই কালীপূজো দীপাবলির উৎসবে মানুষ শামিল হোকচাইছে সরকার থেকে পরিবেশবিদ চিকিৎসক সকলেই। রাজ্য প্রশাসনের কড়া নিয়ন্ত্রণে সফল হইয়াছে এবছরের দুর্গোৎসব। এবারও সেই পথে হাঁটিতে রাজ্যবাসীর সহযোগিতা চাইয়াছে সরকার। কারণ বাজির ক্ষতিকারক ধোঁয়া আর কানফাটা শব্দের জেরে মানুষের শরীরে নানাবিধের সমস্যা তৈরি হয়। এমনতেই শীত পড়ার মুখে বাতাসে দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে তাহা করোনা রোগীর পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক হইতে পারে। পরিবেশ রক্ষা তো বটেই, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার সঙ্গে কোনও আপস নয়। তবে শুধু নিষেধাজ্ঞা জারি করিলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না, যতক্ষণ না মানুষ নিজের থেকে সচেতন হইতেছে না। তবু বাজি পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ প্রশাসনের কড়া নজরদারি জরুরি। বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা বলিতেছে, বহু আবারনের ছাদে বাজি পোড়ানোর আনন্দে বিপজ্জনকভাবে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন সেখানকার বাসিন্দারা। সতর্ক করা হোক তাঁহাদেরও। নিষিদ্ধ বাজি তৈরি মজুত এবং বিক্রি আইনভে দণ্ডনীয় অপরাধ। এক্ষেত্রেও ধরপাকড় বাড়ুক প্রশাসন। কারণ বাজির মসলা মজুতের কারণে দুর্ঘটনাও কম ঘটে না মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা থেকে উজ্জ্বল কখনওই বড় হইতে পারে না। আইন করিয়া সবকিছু হয় না। মানুষের সচেতনতাই পারে অনেক সমস্যা দূর করিতে। বছর বছর পূজো হইবে, উজ্জ্বলও হইবে। করোনা আবহে এবার না-হয় কালীপূজো দীপাবলির রাত হোক একটু অন্যরকম। বাজির কর্তৃত্বশীল শব্দ ও বায়ুদূষণের হাত থেকে রেহাই পাক রাজ্যবাসী। সচেতন মানুষমাত্রই মনে করিতেছেন এবার বাজি পোড়ানোটা অনুচিত। অসুস্থ মানুষকে, বিশেষত করোনা রোগীদের এটুকু সক্তি দিতে না-হয় এটুকু মানবিক আচরণ করুক করোনা। এবার বাজি পোড়ানো থেকে বিরত থাকিয়া মানুষই পারবে নজির গড়িতে। আসুন এবছর সবাই মিলিয়া দীপাবলীর আনন্দ উল্লাসে বিকট আওয়াজ এর পটকা বাজি ফোটানো থেকে বিরত থাকি। তাহা হইলেই পরিবেশকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে। দীপাবলীর আলোক উৎসব অতীতের সমস্ত মোহ কাটিয়া দূর করিয়া সমাজে এক সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে আনুক, আজকের দিনে এটাই প্রত্যাশা।

## উৎসবে স্থানীয় হস্তশিল্পীদের সামগ্রি কিনুন : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি. স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আত্মনির্ভর ভারত তৈরির ডাক দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী দীপাবলীর মরশুমে 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর ওপর গুরুত্ব দেওয়ার আবেদন করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার তিনি বলেন, এবার দুর্গপূজো-বিজয়া দশমী শান্তিতে পার করছি। দীপাবলীও আশা করি শান্তিতেই পার হবে। এ সময় আমরা প্রিয়জনদের অনেককে উপহার দিই। বাড়িতে প্রদীপ জ্বালাই। এ সময় আমাদের কিছু দিকে নজর রাখলে ভাল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আত্মনির্ভর ভারত তৈরির ডাক দিয়েছেন। সেটাকে ভিত্তি করে 'ভোকাল ফর লোকাল' শ্লোগান সফল করতে হবে মিত্রি, খাবার-দাবার-জামাকাপড় যা কিনব, স্থানীয় কারিগরদের কথা মাথায় রাখব। তাহলে এই যে করোনা মহামারীতে এত শ্রমিক রুজি হারিয়েছেন, তাঁদের আমরা সঙ্কট থেকে বার করে নিয়ে আসতে পারব। আমরা নিরোও ভাল থাকব। শুক্রবার তিনি অন্য প্রসঙ্গে বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে শাসকদের অন্তর্দুন্দ্ব চলছে। যে দল ক্ষমতায় আছে তা আজ ভেঙে যাচ্ছে। ওদের পাটির মধ্যে ভাঙ-গড়া চলছে। পরস্পরের মান ভঙ্গন চলছে। এটা ওদের সমস্যা। তবে এতে ওদের দলের কর্মীরা হতাশ। শুভদ্র বড় নেতা,মন্ত্রী তিনি কী করবেন সেটা ওনার ব্যাপার। সবাই বলছে, উনি বিজেপিতে আসছেন। কিন্তু আমরা জানা নেই। পিকে এখন ডামেজ কন্টোলার হয়েছে। পাটি এখন আড়াআড়ি ভাবে ভাগ হয়ে যাচ্ছে।" এরপর সরাসরি শুভদ্র অধিকারীর বিজেপি যোগের জল্পনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিজেপি এসব বলেন, "আমাদের সঙ্গে কোনও কথাবার্তা হয়নি। কোনও মেসেজ আসেনও আসেনি। সেটা নিয়ে আপনারা চিন্তা করবেন না। অনেক মানুষ আসছেন, আসবেন। কেউ এলে আমরা নেব, আমাদের পাটির যে কার্য পদ্ধতি আছে, আশ্প আছে তা নিয়েই বাংলা পরিবর্তনের চেষ্টা করছি। কেউ যদি এই লড়াইয়ে শামিল হতে চায়। আমরা স্বাগত জানাব।" হিন্দুস্থান সমাচার। অশোক

## সল্টলেকের বৃদ্ধাশ্রমে পুলিশ কমিশনার

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর ( হি. স.): উৎসবের মরশুমে ভেসেছে শহরবাসী। কিন্তু এইসবের মাঝেই এককীভূ পোষ করে বৃদ্ধাশ্রমের মানুষরা। আর তাই কালীপূজোর আগে শুক্রবার সল্টলেকের বৃদ্ধাশ্রমে হাজির বিধাননগর পুলিশ কমিশনার। কালোভার বলছে হাতে আর একদম অল্প সময়। রাত পোহালেই আলোর উৎসব কালী পূজো। তাই কালী পূজোর আগে বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের মধ্যে হাঁসি ফোটানোর দায়িত্ব নিলেন পুলিশ কমিশনার। এদিন বিধাননগর কমিশনারের টরফ থেকে বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের হাতে পুষ্পস্বক উত্তরীয় ফল সুগার ত্রি সাদম্পন চকলেট তুলে দেওয়া হয়। এদিন সল্টলেকের ওই বৃদ্ধাশ্রমের যান বিধান নগর পুলিশ কমিশনার শ্রী মন্দির আহিপিএস, সহ অন্যান্য শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকরা। বৃদ্ধাশ্রমের সদস্যদের সাথে একসঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট সরেন বিধাননগর এসিপি।

# লাল মাটির দেশে কালী কথা

## অন্তরা ঘোষ

আদ্যশক্তি দেবী মা, মহাকালী মায়ের পূজো। কালীপূজো বলতেই বাজলির হৃদয়মন্দিরে শ্যামা মায়ের জগত আলো করা রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সাথে কোনে বাজতে থাকে পামালাল ডট্টাচার্যের গান। কালীপূজোর সকাল থেকেই প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে শোনা যায় একটার পর একটা শ্যামা সঙ্গীত। এবারে করোনা আবহে কালীপূজো ও দীপাবলি হয়ত অনেকটাই জাঁকজমকহীন ভাবে হবে। তেমনভাবে থাকবে না প্যাণ্ডের প্যাণ্ডের আলোর মালা, আতসবাজির মুহুম্ব শব্দ... জনসমাগম। ঘরে বসে দূর থেকে ভেসে আসা মায়ের মন্ত্র শুনে আমাদের ভক্তি উৎসর্গ করতে হবে। মহামায়া আদালতের নির্দেশে এই বছর বাজি পোড়ানো বা ফটানো থেকে সকলকে বিরত থাকতে হবে।

টিভিতে মা কালী দর্শন আর লেখাতে মা কালীর পীঠস্থান ভ্রমণ ছাড়া উ পায় কি? তাই আমি ভাবলাম ঘরে বসেই সকলকে একটু বীরভূমের ঐতিহ্যবাহী কালীমন্দিরগুলি পরিদ্রক্ষ্য করিয়ে আনি।

ভক্তি, সংস্কৃতি আর প্রকৃতি নিয়ে বীরভূম। আরেক নাম 'রাণ্ডমাটির দেশ'। রাণ্ড ফুল পলাশ, অশোক, শিমুল আর কৃষ্ণচূড়া দিয়ে সাজনো এই লালমাটির দেশ। চলুন আমরা রাণ্ডমাটির দেশে যেখানে যেখানে মায়ের রাণ্ড চরণ পড়েছে সেই পবিত্র শক্তিপীঠ ও জাগত কালীমন্দির দর্শন করে আসি।

বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরের সন্নিকটে অবস্থিত তারপীঠ একটি প্রসিদ্ধ মন্দির। এখানে মা তার তন্ত্রমতে পূজিত হন। তারাপীঠ মন্দির ও সংলগ্ন শ্মশান হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। মন্দিরে মায়ের পূজো দেওয়া পূর্বে ভক্তরা মন্দির সংলগ্ন জীবিত কুণ্ড নামক পবিত্র জলাশয়ে স্নান করেন। কতিথ আছে যে এই জলাশয়ের জলে স্নান করলে যে কেউ মরণের ভয় থাকবে না। মন্দিরের পাশে নদীর তীরে অরণ্য বেষ্টিত তারপীঠ শ্মশান। প্রায় রোজই সেখানে শবদাহ হয়। তারপীঠের শ্মশান। প্রায় রোজই সেখানে শবদাহ হয়। তারপীঠের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ সাধক হলেন বামদক্ষ্যাপা। মন্দিরের সন্নিকটেই তার আশ্রম ছিল। বামদক্ষ্যাপা

মায়ের নিতা অন্নভোগ হয়। ভক্তরা ইচ্ছা করলে ওখানকার পাখাদের সাথে কথা বলে অন্নভোগ পেতে পারেন। মন্দির রাত আটটা অবধি খোলা থাকে। বিশেষ তিথিতে সারারাত খোলা থাকে। নিশি অন্নভোগ মায়ের মন্দিরে হোম যজ্ঞ করা হয়। বোলপুর থেকে এই নলহাটির দূরত্ব ১১০ কিমি। টেনে এলে নলহাটি স্টেশন নামতে হয়।

ভদ্রপুর সংলগ্ন চট্টগ্রাম আকালপুরের ব্রাহ্মণী নদীর তীরে প্রায় দুশো বছরের পুরনো গুহা কালীর মন্দির রয়েছে। মহারাজ নন্দকুমার স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই ঐতিহ্যবাহী মায়ের মন্দিরটি নির্মাণ করে মাকে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটির নির্মাণশৈলী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। লাল পাথরে তৈরি মন্দিরটির আটটি কোণে রয়েছে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে চোখের পলক পড়ে না। মসৃণ কষ্টি পাথরে তৈরি কী অপকরণ মায়ের মূর্তি। সাধারণত মা কালীর মূর্তি বলতে, আমরা মুগুমালা পরিহিতা চতুর্ভুজ মা-শিবের বৃকে পা রেখে দাঁড়ানো মায়ের মূর্তি জানি। এখানে মায়ের রূপ একেবারেই আলাদা। মা এখানে বস্ত্র পরিহিতা এবং দ্বি-ভুজা। এখানে তিনি বিনাশকারিনী নন। তাই হাতে খড়গ নেই। হাতে শুধু বর ও অভয় মুদ্রা যুক্ত দুই হাতে মা জীবজগতকে লালন পালন করছেন। মায়ের চতুর্দিকে নাগ ফণা পরিবেষ্টিত। সেগুলি কালো কষ্টিপাথরের তৈরি অপকরণ মূর্তি। নলাটেশ্বরী মন্দির থেকে এক ঘণ্টায় পৌঁছানো যায়।

বটবৃক্ষ আজও অক্ষত রয়েছে। বয়সের ভারে নুজ ও অসংখ্য ঝুড়ি সম্বলিত এই গাছটি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভক্তরা এই গাছে মনস্কামনা করে লাল ও হলুদ সুতো বাঁধেন। হলুদভূষণ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ কুমার ভট্টাচার্য, ও রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই তিনটি পরিবারের পূর্বপুরুষরা প্রাচীনকাল থেকেই এই মন্দিরের সেবাইত। বীরভূমের আরেকটি প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠ ফুল্লুরা তলা। ফুল্লুরাতলা ভারতের ৫১ শক্তিপীঠের অন্যতম। এটি বীরভূম জেলার লাভপুর শহরের কাছে অবস্থিত একটি মন্দির। বোলপুর থেকে হিন্দুদের এই পবিত্র তীর্থস্থানটির দূরত্ব ৩০ কিলোমিটারের মতো। কথিত আছে যে এখানে সতীর নিচের ছোট পড়েছিল। এই মন্দিরে কিন্তু মায়ের কোনও মূর্তি বা বিগ্রহ নেই। সিঁদুর মাখানো একটি পাথরকেই দেবী মায়ের

প্রতিভূ হিসেবে পূজা করা হয়। ফুল্লুরা দেবীর মন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন কৃষ্ণনন্দ গিরি। বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন যাদব লাল বন্দ্যোপাধ্যায়। শোনা যায় একসময় মন্দিরে চূড়ান্ত স্বর্ণ কলস শোভা পেত। মন্দিরের পাশে একটি বিরাট পুকুর আছে যেটি হনুমান পুকুর নামে পরিচিত। জনশ্রুতি আছে এই পুকুর থেকেই নাকি রামচন্দ্র ১০৮ পদ্মফুল সংগ্রহ করেছিলেন। বোলপুর শহরের একটি প্রসিদ্ধ কালিতলা ডাঙ্গালী কালীমন্দির। বিশেষ বিশেষ উৎসব ও পূজোর দিনে বোলপুরের আশাপাশের গ্রামের ডাঙ্গালী কালীমন্দিরে পূজো

দিতে আসেন। বোলপুর স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের লাগোয়া এই কালী থান। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত চন্দ্রনাথ মিশ্রের মুখ থেকে অনেক কিছু শোনা গেল মন্দির সম্পর্কে। ওনার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যে এখানে মা নিরাকার। মন্দিরের বয়স কত হবে কেউই সঠিক জানেন না। বহু বছর আগে এখানে একটা বিশাল বটাগাছ ছিল। আর এই বটাগাছের গুড়ির আকৃতি ছিল অনেকটা মা কালীর শরীরের একটি অংশের মতো। তখন থেকে বটাগাছের গুণিটি পূজো করা হত। বর্তমানে ডাঙ্গালী মায়ের প্রতিভূ বটাগাছের গুড়িটি মন্দিরের ভেতরে রেখেই মন্দিরটি তৈরি হয়েছে। মন্দিরটির এখন অমেক সংস্কার করা হয়েছে। গর্ভগৃহের বাইরে বিরাট চাতাল। একদিকে হোম যজ্ঞ করার ব্যবস্থা আছে। ১৮৯১ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

# করোনা -জীবিকা -উৎসব এবং আগামী দিন

বছরটা শুরু হয়েছিল আর পাঁচটা বছরের মতো। বোঝা যায়নি কি ভয়ঙ্কর একটা পরিবেশের মধ্যে আমরা পড়েতে চলেছি দু'তিন মাসের মধ্যে। করোনা! এতন, লকডাউন প্রবলভাবে লাগু করা হল। গেল রব। টেস্টিং, ট্রেনিং, কোয়ারেন্টিন, কনট্যামেন্টে

জেন, হস্টপন্ট-নতুন নতুন শব্দ আর অভ্যাস সব করতে করতে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে গেল। আবার আর্থনীতির চারে পড়ে আনলক শুরু হল। মৃত্যুর হার কমল না। ভ্যাকসিন আসবে আসতে চলছে সেই আশায় বুক বেঁধে লোকজন কার্জম করতে লাগল। অক্টোবর এল। ভ্যাকসিন এল না পূজো এসে ছিল যুগপৎ আল্লাদ এবং বিতীভিকার আবহে এবং চারদিন ধরে টালবাহানার পর পূজো কন্টে গেল আশঙ্কা আর আংশিক আনন্দে উৎসবে। করোনা এসেছিল এবং এখনও প্রবলমাত্রায় বিরাজমান। প্রথমে লকডাউনে প্রবল সংঘর্ষ এবং ক্রমশ বিরক্তি, দেশের অর্থনীতির ক্রমাবনতি, পরিযায়ী শ্রমিকের সমস্যা সরকারকে বাধ্য করল মানবজীবনকে উন্মুক্ত করতে। আনলকের প্রক্রিয়াতে জীবিকা ওরফে পেল কিছু শর্তসাপেক্ষে। মানুষ প্রথমে একটু ভয়ে ভয়ে থাকলেও ক্রমশ করোনার ভাবনা থেকে বেরিয়ে কাজে কারবারে নিজেদের নিযুক্ত করলেন। মাস্ক মুখ নাক থেকে খুঁতনিত নিভীক

বিবাজমান হল। রোগ কমল না, মৃত্যু বাড়ল। এরমাঝেই পূজোর বাদ্য বাজল। রাজনীতি শুরু হল আদালতের দরজায় কড়া নাড়া মাসের মধ্যে। করোনা! এতন, দেওয়া হল সরকারের তনুহাফে। বাজারে কেনাকাটা ভিড় হল যথারীতি। সংশয় প্রকাশ করা হল পূজো হবে তো? আদালতের রায়ে পূজো মণ্ডপ কন্টেনমেন্ট হয়ে গেল। প্রথম দু'দিন মণ্ডপ ফাঁকা, হাছতাশ, সারা বছর প্রতীক্ষায় থেকে এবারের

মুগুপ কন্টেনমেন্ট হয়ে গেল। প্রথম দু'দিন মণ্ডপ ফাঁকা, হাছতাশ, সারা বছর প্রতীক্ষায় থেকে এবারের মাঠেমাঠে গেল পূজো। দশ মিটার দূর থেকে কি ধরনের কঠোর দেখা যায়। সে, দু'দিন ভিড় বাড়ল। পরিগতি এই সময়ে মহারাষ্ট্রে পরেই সংক্রমণের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। সামনে গণতন্ত্রে পরীক্ষা আসন্ন ২০২১। সব ভুলে আন্তিন গেল আশঙ্কা আর আংশিক আনন্দে উৎসবে। করোনা এসেছিল এবং এখনও প্রবলমাত্রায় বিরাজমান। প্রথমে লকডাউনে প্রবল সংঘর্ষ এবং ক্রমশ বিরক্তি, দেশের অর্থনীতির ক্রমাবনতি, পরিযায়ী শ্রমিকের সমস্যা সরকারকে বাধ্য করল মানবজীবনকে উন্মুক্ত করতে। আনলকের প্রক্রিয়াতে জীবিকা ওরফে পেল কিছু শর্তসাপেক্ষে। মানুষ প্রথমে একটু ভয়ে ভয়ে থাকলেও ক্রমশ করোনার ভাবনা থেকে বেরিয়ে কাজে কারবারে নিজেদের নিযুক্ত করলেন। মাস্ক মুখ নাক থেকে খুঁতনিত নিভীক

৮০০০ এর কাছাকাছি। অন্যান্য দেশেও দ্বিতীয় দফার করোনা ওয়েভ আছড়ে পড়েছে। তাই ভারতেও এই প্রভাব খুব শিগগিরই পড়তে চলেছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। বিহারের হাট আসছে, চলে যাবে। সমস্যা হচ্ছে মিটিং মিছিলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা যাচ্ছে না। চাকরির দাবিতে বেতনের দাবিতে

সংশয় প্রকাশ করা হল পূজো হবে তো? আদালতের রায়ে পূজো মণ্ডপ কন্টেনমেন্ট হয়ে গেল। প্রথম দু'দিন মণ্ডপ ফাঁকা, হাছতাশ, সারা বছর প্রতীক্ষায় থেকে এবারের মাঠেমাঠে গেল পূজো। দশ মিটার দূর থেকে কি ঠাকুর দেখা যায়! শেষ দু'দিন ভিড় বাড়ল। পরিগতি এই সময়ে মহারাষ্ট্রে পরেই সংক্রমণের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। সামনে গণতন্ত্রে পরীক্ষা আসন্ন। সব ভুলে আন্তিন গোটাচ্ছে সব দলেই। এদিকে দীপাবলি, কালীপূজো, ছটপুজো দরজায় কড়া নাড়া দিচ্ছে। দীপাবলিতে, ছটপুজোতে আতসবাজি পোড়ালে পরিবেশ দূষণ হবে, এতে করোনা সংক্রমণ ছড়াবে, এই আশঙ্কা থেকে জনস্বার্থে মামলা হয়েছে। হাইকোর্ট রায় দিয়েছে। আতসবাজি বিক্রি বন্ধ করে দিল আদালত। বড় প্যাণ্ডেলের দশ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে এবং ছোটো প্যাণ্ডেলে পাঁচ মিটার দূরত্ব রেখে ঠাকুর দেখা যাবে।





১০৩২৩ এর একটি সংগঠনের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে গুজুবীর আগরতলায়। ছবি- নিজস্ব।

## সীমান্তে পাক আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করলেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হিস.) : সীমান্তে পাক আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। পাকিস্তানে সমালোচনার পাশাপাশি তিনি লেখেন, সেনার প্রত্যেক জওয়ানকে আমার সেলাম। গুজুবীর যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে অবিশ্রান্ত ভাবে গুলি ও বোমা বর্ষণ করছিল পাক সেনা। যাতে তিন সেনা-জওয়ান শহীদ হন। এছাড়া পাক হামলায় ৪ সাধারণ নাগরিক নিহত হন। আহত হন আরও চারজন। পালটা জবাব দেয় ভারতও। এতে নিহত হয়েছে কমপক্ষে আটজন পাকিস্তানের সেনা। যার তীব্র সমালোচনা করেন করেছেন রাহুল গান্ধী। টুইটারে তিনি লেখেন, পাকিস্তান যখনই যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে, তার আতঙ্কিত, ভীত চেহারা, দুর্বলতাই প্রকট হয়। উত্তরের সময়ও নিজেদের পরিবারের থেকে অনেক দূরে ভারতীয় জওয়ানরা দেশের নুরক্ষায় নিয়োজিত থাকেন, পাকিস্তানের ঘৃণা চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন। সেনার প্রত্যেক জওয়ানকে আমার সেলাম।

## উল্লাও-এ রেললাইন থেকে উদ্ধার সাংবাদিকের দেহ, অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার

উল্লাও (উত্তর প্রদেশ), ১৩ নভেম্বর (হিস.) : ফের সংবাদের শিরোনামে উত্তর প্রদেশের উল্লাও। এবার উল্লাও-এ রেললাইন থেকে উদ্ধার হল একজন সাংবাদিকের দেহ। সাংবাদিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে অভিযুক্ত একজন পুলিশ অফিসার, ওই অফিসারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই এফআইআর রুজু করা হয়েছে। স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় কাজ করতেন ২২ বছর বয়সী সুরজ পাণ্ডে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সদর কোতওয়ালী এলাকায় রেললাইন থেকে উদ্ধার হয় সুরজের দেহ। পরিবারের সদস্যদের দাবি, খুন করার পর তাঁদের ছেলের দেহ রেললাইনে ফেলে দেওয়া হয়। সার্কেল অফিসার (শহর) গৌরব ত্রিপাঠি জানিয়েছেন, এই ঘটনায় সাব-ইন্সপেক্টর সুনীতা চৌরাসিয়া, কনস্টেবল অমর সিং এবং আরও একজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। মৃত সাংবাদিকের নাম লক্ষ্মী পাণ্ডে জানিয়েছেন, সুরজ ও সুনীতা বহু দিনের বন্ধু, এজন্য গত ১১ নভেম্বর সুরজকে ফোন করে হুমকি দিয়েছিল ওই কনস্টেবল। লক্ষ্মী দেবী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে সুরজকে কেউ ফোন করেছিল। তারপর থেকেই সুরজের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর সন্ধ্যায় রেললাইন থেকে উদ্ধার হয় মৃতদেহ।

## লখনউতে বিষমদ খেয়ে মৃত ও

লখনউ, ১৩ নভেম্বর (হিস.) : উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউতে বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হল ৩ জনের। এছাড়াও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও দু'জন। লখনউয়ের বহাদুর এলাকার ঘটনা। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দু'জন হাসপাতালে চিকিৎসারীকরণে রাখা হয়। গুজুবীর ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (সেন্ট্রাল) সোমন বর্মা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে মদ্যপান করেছিলেন সুন্দর লাল (৩৫), আছে (৩০) এবং রাজকুমার (৩১)-সহ ৫ জন। মদ্যপান করার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সুন্দর লাল, আছে এবং রাজকুমার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ হয়ে পড়েন আরও দু'জন। প্রত্যেককে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু, রাতেই সুন্দর লাল, আছে ও রাজকুমারের মৃত্যু হয়। বাকি দু'জনকে টিমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। ডিসিপি জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর জানা গিয়েছে, বিষাক্ত মদ খাওয়ার কারণেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই মদ বিক্রোতা পলাতক। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

**রাষ্ট্রীয় প্রযুক্তিগত সংস্থান অগরতলা**  
**NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AGARTALA**  
 An Institute of National Importance  
 (An Institution set up by NIT Act under MHRD, Govt. of India)  
 Barjala, Jirania, Tripura (West) - 799046

---

**13<sup>th</sup> CONVOCATION**

The 13<sup>th</sup> virtual E-Convocation of National Institute of Technology Agartala will be held on Tuesday, 17<sup>th</sup> November, 2020 (10:30 a.m. onwards)

**Shri M. Venkaiah Naidu**  
 Hon'ble Vice President of India  
 has kindly consented to be the Chief Guest of the function and will deliver the Convocation Address.

**Prof. Gautam Vemuri**  
 Indiana University-Purdue University Indiananapolis, USA  
 will grace the occasion as Guest of Honour.

**Shri Anil Mutha**  
 Chairman, Joindre Capital Service and Mutha Industries Pvt. Ltd.  
 will grace the occasion as Guest of Honour.

**Dr. Subhash Chandra Sati**  
 Chairman, Board of Governors, NIT Agartala  
 will preside over the function  
 &  
**Prof. Harish Kumar Sharma**  
 Director, NIT Agartala  
 will award the degrees to the students.

**Dr. Govind Bhargava**  
 Registrar

## অসমবাসীকে দীপাষিতার আন্তরিক শুভেচ্ছা রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখির

গুয়াহাটি (অসম), ১৩ নভেম্বর (হিস.) : অসমের রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি সমগ্র রাজ্যবাসীকে দীপাষিতার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক বার্তায় রাজ্যপাল বলেছেন, দীপাবলি হচ্ছে অমানিশার আধার কাটিয়ে আলোর উৎসব। সমাজের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অপশক্তি-অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে এই উৎসব জনসাধারণের মধ্যে এক নয়া আশার সঞ্চার করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দীপাষিতার এই শুভক্ষণে আধারের প্রতীক অপশক্তি ইত্যাদির বিরুদ্ধে জনতাকে সজাগ হয়ে সমাজকে আরও স্পন্দনশীল এবং গতিশীল করতে আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যপাল। এছাড়া সর্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দমূলক সহাবস্থানের বার্তা ছড়িয়ে দীপাবলি উৎসব উদযাপন করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখি তাঁর বার্তায় সবাইকে উচ্চ শব্দমুক্ত বাজিপটকা বর্জন করে এবং সমাজকে পরিষ্কার ও সবুজ করে তোলার জন্য স্বচ্ছতা অবলম্বন করে দীপাবলি উদযাপন করতে আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যপাল।

বিবৃতিতে রাজ্যপাল সবাইকে কোভিড ১৯ সংক্রমণের ব্যাপারেও স্মরণ করিয়েছেন। নিজের নিজের এলাকা, রাজ্য তথা দেশ ও দশের সুস্থ কামনা করে সকলকে কোভিড প্রটোকল মেনে দীপাষিতা উৎসব উদযাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যপাল। এছাড়া কোনও ধর্মীয় সমাবেশ না করে রাজ্যবাসীর মঙ্গলার্থে সর্বশান্তিমানে কাছ থেকে প্রার্থনা করতে তিনি সকলকে প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

## পাক হামলায় অশান্ত নিয়ন্ত্রণরেখা, বারামুল্লায় শহিদ বিএসএফ জওয়ান

শ্রীনগর, ১৩ নভেম্বর (হিস.) : পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হামলায় ফের অশান্ত হয়ে উঠল নিয়ন্ত্রণরেখা। গুজুবীর জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা, কুপওয়ারা এবং বারামুল্লা জেলার তিনটি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলিবর্ষণ করে হামলা চালাল পাকিস্তানি সেনা। প্রথমে গুজুবীর দুপুটে বান্দিপোরা জেলার গুরেজ সেক্টরে ইজমার্গ এলাকায় সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে পাক সেনা। কিন্তু সময়ের মধ্যেই কুপওয়ারা জেলার কেরান সেক্টরেও কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় পাক সেনা। কেরান সেক্টরের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সন্দেহজনক গতিবিধিও নজরে আসে। যদিও, জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের চেষ্টা ভেঙে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গুজুবীর উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার উরি সেক্টরেও হামলায় চালায় পাক সেনা। বারামুল্লা জেলায় পাক হামলায় শহিদ হয়েছেন সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র একজন সর্ব-ইন্সপেক্টর। শহিদ সাব-ইন্সপেক্টরের নাম রাকেশ দোভাল। তাঁর বাড়ি উত্তরাঞ্চলের ঋষিকেশের গঙ্গা নগরে। এদিন জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার সাওজিহানেও সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে পাক সেনা।

## মোদীর মেক ইন ইন্ডিয়া ভাবনার প্রশংসায় আন্তর্জাতিক নির্মাতা

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হিস.) : আজ আন্তর্জাতিক এক নির্মাতা পূর্ব ভারতে তাদের প্রথম স্টোর খুলল কলকাতায় বেটিংক স্ট্রিটে। প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা সুবীর ঘোষ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ভাবনা চিন্তার সাথে সহমত হয়ে এগিয়ে চলেছি দেশীয় অর্থনীতিকে মজবুত করার লক্ষ্যে।' কেরোর সময় যখন দুই চাকার বাহনের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বেড়েছে। দু'চাকার সাইকেল সেখানে নতুন ব্যবসায়িক সম্ভাবনার দিকটি ইঙ্গিত করছে। বিশ্বব্যাপী দুই চাকার বাহনের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিষ্কার সৃষ্টি করেছে। রাতারাতি সর্বত্র বাইসাইকেল ও ইলেকট্রিক বাইকের চাহিদা বেড়েছে। মানুষ অনেক বেশি স্বাস্থ্য সচেতন হয়েছে এবং ভারতের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশে সাইকেল ব্যবহার অনেক বেড়েছে। দুই চাকার বাহন এমনিতে প্রকৃতি বান্ধব আর তার উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধি বেশ লক্ষ্য করার মতন। আধুনিক বাইকের চাহিদা বেড়েছে ৩০০ আর গত বছরের তুলনায় ৫-১০ বিক্রি বেড়েছে, যা এমনি অবস্থায় ভাবাই যায় না। শুধুমাত্র বলিউড সেলিব্রিটিরা নন, সাধারণ মানুষও এখন ফিটনেস নিয়ে ভাবছেন আর তারই ফলশ্রুতি এই চাহিদা। তর্কাতীত ভাবেই বাইসাইকেল রাস্তায় যাতায়াতের ক্ষেত্রেও খরচের দিক থেকে সস্তা এবং সুস্থ জীবনের ইঙ্গিত করে। কলকাতায় এটি পরিবেশ বান্ধব যান ও স্বাস্থ্য সচেতনতার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। 'ব্র্যান্ড ইউনিটস' এর অধিকর্তা সুবীর ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'এই পরিষ্কৃতি বাইসাইকেল শিল্পের ক্ষেত্রে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতায় এটি আমাদের পূর্ব ভারতের প্রথম স্টোর। অতীতে আমরা আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আমাদের ব্র্যান্ডের জনপ্রিয়তা দেখেছি। এখন আমরা ভারতীয় এবং এশীয় বাজারের নজর দিচ্ছি এবং সেই দিক থেকে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।' এফদিকে পরিবেশ বান্ধব আর অন্য দিকে স্বাস্থ্য সচেতনতা - দুই চাকার যান এর উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিয়ে আমরা যথেষ্ট আশাবাদী। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

## বাঙালি নির্যাতনের প্রতিবাদকারীদের জেলে পোরা হবে মেঘালয়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর হুমকির জবাব 'আমরা বাঙ্গালী'র

শিলচর (অসম), ১৩ নভেম্বর (হিস.) : মেঘালয়ের ইছামতী, ভোলাগঞ্জ সহ অন্যান্য অঞ্চলে বাঙালিদের নির্যাতন, নিপীড়ন ও বঞ্চনার প্রতিবাদে অসম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে চলছে তীব্র আন্দোলন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মেঘালয়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রিস্টোন টিনসং আন্দোলনকারীদের প্রতি হুমকি দিয়ে বলেছেন, তিনি নাকি সবাইকে জেলে পুরে দেবেন। মেঘালয়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর এহেন হুমকির তীব্র নিন্দা ও ধীকার জানিয়েছে 'আমরা বাঙ্গালী'। 'আমরা বাঙ্গালী'র অসম প্রদেশ

সচিব সাধন পুরকায়স্থ বলেন, মেঘালয়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্ভূত ও ঝেঁরাচাটী বক্তব্য সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সাধন পুরকায়স্থ মেঘালয়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে বলেন, যারা শিলং শহর সহ মেঘালয়ের অন্যান্য স্থানে বসবাসকারী প্রত্যেক বাঙালিকে বাংলাদেশ অর্থাৎ বিদেশ বলে আখ্যা দিয়ে পোস্টার স্টেটে সাম্প্রদায়িক হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়িয়েছে, সেই সব খাদি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের নেতাদের বিরুদ্ধে মেঘালয় সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে? যাদের উচ্ছানি ও

প্ররোচনায় গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইছামতীতে অবাঞ্ছিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট করতে পারবে কী মেঘালয় সরকার? না-কি তথাকথিত দুকৃতকারীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা নেই মেঘালয় সরকারের? এ-সব যুক্তি তুলে মেঘালয়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে আমরা বাঙ্গালী-র অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ স্পষ্ট করে দেন, বাঙালিদের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নেওয়ার পাশাপাশি নির্যাতন ও বঞ্চনার খেলা যতদিন

## পথপার্শ্ব থেকে মাটির প্রদীপ কিনে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয় করে অসমের আর্থিক বুনয়াদ মজবুত করার আহ্বান মুখমন্ত্রী সনোয়ালের

গুয়াহাটি, ১৩ নভেম্বর (হিস.) : স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয় করে রাজ্যের আর্থিক বুনয়াদ মজবুত করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখমন্ত্রী সনোয়াল। পাশাপাশি তিনি দীপাষিতার প্রাক্কালে রাজ্যের বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, পাহাড়-সমতল প্রান্তে সর্বশ্রেণির জনসাধারণের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। গুজুবীর গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়ের পাঙ্গদেহে কামাখ্যাগেট সংলগ্ন পথ দিয়ে পার্শ্ব থেকে মাটির প্রদীপ কিনে বিক্রোতা মনোরঞ্জন বৈশ্য, সাবিত্রী দাস, মণি বরুয়াদের কাছে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভোকাল ফর লোকাল স্লোগানে সাড়া দিতে অসমবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখমন্ত্রী।

গৌরবান্বিত হতে হবে। স্থানীয় উৎপাদিত সামগ্রীকে উন্নতমানের বলে বিশ্ববাজারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার জন্য আমাদের সকলের লক্ষ্য স্থির করা দরকার। তিনি বলেন, এর জন্য রাজ্যের সকলকে সম্মিলিত প্রয়াস চালাতে হবে। মুখমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা এবং সরকারি সংগঠিত আধিকারিকগণ।

## এবারের দেওয়ালিতে প্রহরারত জওয়ানদের জন্যও দেশবাসীকে প্রদীপ জ্বালাতে বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হিস.) : এবারের দেওয়ালিতে প্রহরারত জওয়ানদের জন্যও দেশবাসীকে প্রদীপ জ্বালাতে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জওয়ানদের দৃষ্টান্তমূলক সাহসের জন্য ওঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবারের দেওয়ালিতে প্রহরারত জওয়ানদের জন্যও দেশবাসীকে প্রদীপ জ্বালাতে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি টুইটারে লেখেন, এই দেওয়ালিতে,

আসুন, আমাদের দেশকে ভয়-ভীতিহীন মেজাজে পাহারা দিয়ে রক্ষা করছেন যে জওয়ানরা, তাঁদের স্যালুট জানাতেও একটা প্রদীপ জ্বালাই। জওয়ানদের দুস্তান্তমূলক সাহসের জন্য ওঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোনও ভাষা, শব্দই যথেষ্ট নয়। সীমান্ত রক্ষায় অতন্ত প্রহরীর ভূমিকায় থাকা জওয়ানদের পরিবার ও গুলির প্রতিও কৃতজ্ঞ আমরা।

## কালীপূজো, দীপাবলি ও ছটপূজা : ১৪৪ ধারা সহ বিধিনিষেধ জারি কাছাড় জেলা প্রশাসনের

শিলচর (অসম), ১৩ নভেম্বর (হিস.) : কালীপূজো, দীপাবলি এবং ছটপূজা উপলক্ষে বেশকিছু বিধিনিষেধ জারি দিয়েছেন কাছাড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কীর্তি জঙ্গি। ক্রিমিনাল প্রসিজিওর কোডের (সিআরপিসি) ১৪৪ ধারার অধীনে জারিকৃত বিধিনিষেধে ধান্য কীর্তি জঙ্গি বলেছেন, ঘন জনবহুল এলাকায় উচ্চ শব্দের আতসবাজি পোড়ানো বা ফোটাতে বাবা না। মারাত্মক শব্দ সংবলিত পটকা ও আতসবাজি ব্যবহারে অগ্নি সংযোগ ঘটায় আশঙ্কার পাশাপাশি এই যোগে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত দুকৃতকারী নাশকতা সৃষ্টির ফয়দা তোলার চেষ্টা করতে পারে। আশঙ্কা ব্যক্ত করে আরও বলা হয়েছে, বিস্ফোরক বাজির বিকট শব্দের ফলে এলাকার একা ও শান্তি

বিঘ্নিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। তাই এ ধরনের আশঙ্কাজনক ঘটনাবলি প্রতিরোধে এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে সিআরপিসির ১৪৪ ধারার অধীনে এক আদেশ জারি করে জেলা প্রশাসনের জনগণকে সতর্ক করেছেন কাছাড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কীর্তি জঙ্গি। এছাড়া রাজ্য প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের আগের জারিকৃত সার্কুলার অনুসারে আতসবাজি ও পটকার নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের সামগ্রী ছাড়া অন্য কিছু ক্রয় বিক্রয় করার ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধ সংবলিত আদেশ জারি করা হয়েছে তা মেনে চলতে হবে সর্বলোক, জানান কীর্তি জঙ্গি। তাছাড়া দীপাবলির দিন রাত ৮-টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে এবং ছটপূজার দিন সকাল ৬-টা থেকে সকাল ৮-টার মধ্যে যাবতীয়



৩২৬ নভেম্বর ধর্মঘট উপলক্ষে গুজুবীর আগরতলায় প্রতীকি গণঅবস্থান। ছবি- নিজস্ব।









বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শ্যাম হরি শর্মার শহীদদান দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন। ছবি- নিজস্ব।

# নিয়ন্ত্রণরেখায় পাক গোলায় শহিদ ও জন সৈনিক, মৃত্যু ও জন নাগরিকের

শ্রীশ্রী, ১৩ নভেম্বর (হিস.): উজ্জ্বল কাশ্মীরের বারামুন্না জেলার উরি সেক্টরে পাকিস্তানি ক্রস-বর্ডার গোলাগুলি বর্ষণ করে প্রায় হারালেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর দু'জন সৈনিক। প্রায় হারিয়েছেন ও জন সাধারণ নাগরিকও। গুরেজ সেক্টরেও শহিদ হয়েছেন একজন সেনা জওয়ান। গুরেজ উরি সেক্টরের বালকোটে এলাকায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর উপস্থিত গোলাগুলি বর্ষণ করে পাকিস্তানি রেঞ্জার্স। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোস্ট ও সীমান্তবর্তী গ্রাম ছিদ্র পাক সেনার নিশানায়। উরির রক্তম পোস্ট থেকে প্রত্যাঘাতে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। পাক হামলায় মৃত্যু হয়েছে দু'জন সেনা জওয়ান এবং ও জন সাধারণ নাগরিকের। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গুরেজ উরি থেকে গুরেজ সেক্টর পর্যন্ত একাধিক সেক্টরে সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে হামলা চালায় পাক সেনা। পাক

সৈন্যবাহিনীর লাগাতার হামলায় ভীত হয়ে পড়েন সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা। বারামুন্না জেলায় পাক হামলায় শহিদ হয়েছেন সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র একজন সব-ইন্সপেক্টর। শহিদ সাব-ইন্সপেক্টরের নাম রাকেশ দোভাল। তাঁর বাড়ি উত্তরাঞ্চলের খবিকেশের গঙ্গা নগরে। বারামুন্না জেলার এসডিএম রিয়াজ আহমেদ মালিক জানিয়েছেন, উরিতে আহত ৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী জানিয়েছে, নিয়ন্ত্রণরেখায় ভারতের প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের ৭-৮ জন সৈনিকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২-৩ জন আবার পাকিস্তান সেনার পেন্সাল সার্ভিস গ্রুপ কমান্ডো রয়েছে। আহত হয়েছে ১০-১২ জন পাক সেনা, এছাড়াও গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পাক সেনার বাহুর এবং লক্ষ প্যাড। গুরেজ দুপুরের পর থেকেই পাক হামলায় অশান্ত হয়ে ওঠে জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা। জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা, কুপওয়ারা

এবং বারামুন্না জেলার তিনটি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলিবর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনা। প্রথমে গুরেজ দুপুরে বান্দিপোরা জেলার গুরেজ সেক্টরে ইজমার্গ এলাকায় সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে পাক সেনা। গুরেজ সেক্টরে একজন জওয়ানের মৃত্যুর পাশাপাশি ৫ জন নাগরিক আহত হয়েছেন। কুপওয়ারা জেলার কেরান সেক্টরেও কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় পাক সেনা। কেরান সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সন্দেহজনক গতিবিধিও নজরে আসে। যদিও, জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের চেষ্টা দ্রুত দিচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। বারামুন্না জেলার উরি সেক্টরেও হামলা চালায় পাক সেনা। এদিন জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্জ জেলার সার্ভিসগ্রামেও সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে পাক সেনা। পুঞ্জ পাক হামলায় আহত হয়েছেন দু'টি শিশু-সহ ৫ জন। আতঙ্কে ভুগভঙ্গ বাহুরের আশ্রয় নেন মামলায়ও।



সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস। ছবি: নিজস্ব

# কাছাড়ের কালাইনে ছাত্রছাত্রীর আধারকার্ড তৈরির আনুষ্ঠানিক যাত্রা, ব্যাপক উৎসাহী পড়ুয়ারা

কাটিগড়া (অসম), ১৩ নভেম্বর (হিস.): কাছাড় জেলার শিলচর গভর্নমেন্ট স্কুলের সেকেন্ডারি (এইচএস) স্কুলের পর কাটিগড়া শিক্ষা খণ্ডের অধীনে প্রথম কালাইন এইচএস স্কুলে ছাত্রছাত্রীর আধার কার্ড তৈরির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে গুরেজ। অসমের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার কাজ সর্বত্র চলছে জোরকদমে। এবার প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীর আধার কার্ড তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচয়পত্র আধার তৈরির আনন্দে ব্যাপক উৎসাহ পরিদর্শিত হয়েছে ছাত্রছাত্রী মহলে। সরকারি নির্দেশ অনুসারে রাজ্যের অন্যান্য স্কুলের মতো ছাত্রছাত্রীদের আধার কার্ড তৈরির আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়েছে। গুরেজ প্রথম দিনেই স্কুলের দশ জন পড়ুয়ার আধার কার্ডের এনরোলমেন্ট করা হয়। কাটিগড়া শিক্ষা খণ্ডের অধীন প্রথম আধার কার্ড তৈরির প্রক্রিয়া সূচনা করেছেন কাটিগড়া শিক্ষা খণ্ডের অধীনে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তাই আগামী মঙ্গলবার থেকে দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির প্রতিদিন ৫০ জন পড়ুয়ার আধার তৈরির লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে কাজ করার জন্য কর্মীদের নির্দেশ দেন মনোজ

কৈরি। তার পর বাকি প্রত্যেক শ্রেণির কাজ শেষ করা হবে। তিনি জানান, ব্রহ্মপুত্র নীলিময় বরদলৈ সহ চার জন অপারেটরকে আধারের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। আধার তৈরির এই কাজে প্রত্যেক শিক্ষক ও অভিভাবকদের যথার্থভাবে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন মনোজবাবু। ছাত্রছাত্রীদের আধার তৈরির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য জন্মের তারিখ ও ঠিকানার প্রমাণপত্রের সহজলভ্য ডকুমেন্ট প্রয়োণের অনুরোধ জানান জিপি সভাপতি মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী। এছাড়া প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন এসএমডিপি সভাপতি তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুশান্ত নাথ, এসআই মেহবুব আলম লস্কর, অধ্যক্ষ সিরাজুর আশিয়া প্রমুখ। প্রধান দিনেই দশ জন পড়ুয়ার সুষ্ঠুভাবে আধার কার্ডের এনরোলমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। স্কুলের ছাত্রী অনামিকা রায়ের প্রথম আধার তৈরির মাধ্যমেই কর্মসূচি সূচনা হওয়ায় দারুণ খুশি ব্যক্ত করেছেন সে। সরকারি উদ্যোগে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচয়পত্র তথা নৈদর্শন জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আধার কার্ড তৈরির আনুষ্ঠানিক যাত্রার দিনে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহলে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

হয়নি। ছয় পাঠায়

# আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ মদু তীব্রতার ভূমিকম্প, কম্পাঙ্ক ৪.৩

পোর্ট ব্লোর, ১৩ নভেম্বর (হিস.): ফের ভূমিকম্প কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। গুরেজ সকালে ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। ভূমিকম্পের উৎস ছিল ভূগর্ভের ১০ কিলোমিটার গভীরে, ১২.১৩ অক্ষাংশ এবং ৯৩.৪৬ দ্রাঘিমাংশ। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, গুরেজ সকাল ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে, পোর্টব্লোর থেকে ৯৭ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল, তাই এদিনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জজুড়ে আতঙ্ক তৈরি হয়। যদিও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ মাঝেমাঝেই হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়।

# টুইটার থেকে সাময়িকের জন্য উধাও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছবি, দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার

নয়াদিলি, ১৩ নভেম্বর (হিস.): ফের বিতর্কে মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার। বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের টুইটার অ্যাকাউন্ট সাময়িকের জন্য লক করে দেওয়া হয়। ফলে প্রোফাইল পিকচার উধাও হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর অবশ্য ছবি আবার ফিরে আসে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর টুইটার অ্যাকাউন্ট সাময়িকের জন্য লক করা প্রসঙ্গে টুইটারের মুখপাত্র

জানিয়েছেন, "অনিচ্ছাকৃত ক্রটির কারণে, আমাদের প্রোফাইল পিকচারটি পলিসির অধীনে সাময়িকের জন্য ওই অ্যাকাউন্ট লক করা হয়েছিল। দ্রুত ওই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয় এবং অ্যাকাউন্টটি কার্যকর করা হয়।" বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটার পর অনেকেই দেখেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর টুইটার অ্যাকাউন্টের প্রোফাইল পিকচারে দেখাচ্ছে না। প্রোফাইল পিকচারে

ক্রিক করলে ফুটে ওঠে, "মিডিয়া দেখানো হচ্ছে না। এক কপিরাইটব্যতীর্ণ রিপোর্টের ভিত্তিতে এই ছবিটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।" তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। কী কারণে শাহের প্রোফাইল পিকচার গায়েব হয়ে গিয়েছে, সেই প্রশ্ন উঠতে থাকে। মিনিট কুড়ির মধ্যে অবশ্য আবারও শাহের টুইটারে অ্যাকাউন্ট ছবি ফিরে আসে। টুইটার কর্তৃপক্ষ অনিচ্ছাকৃত ক্রটি আখ্যা দিয়েছে।

# ভারতে ৮-৭-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যু বেড়ে ১,২৮,৬৬৮

নয়াদিলি, ১৩ নভেম্বর (হিস.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮-৭-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। গুরেজ সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮,৭২,৯৯৫-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে ২৪ ঘণ্টায় ভারতে ২৪,০৭৯ জন, ফলে এবারও দেশে করোনা-মৃত্যু হয়েছে ৮,১৫,৫৮০ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, গুরেজ সকাল আটটা ৫৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৪,৮৭৮ জন।

তলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা সেরে বাড়ল। তলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৯৯৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৪ জনের। ফলে তলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল-২,৫৫,৬৬৩ এবং ১,৩৯৭। স্বস্তি দিয়ে তলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ২,৩৭,১৭২ (৯২.৭৬ শতাংশ)। গুরেজ সকালে তলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুজিয়ে জানানো হয়েছে, তলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৯৯৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৪ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,৩৭,১৭২ জন করোনা-রোগী। বৃহস্পতিবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১৭,০৯৪ জন। ১২ নভেম্বর সারাদিনে তলেঙ্গানায় ৪২,১৬৩টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৪৮,১২,১৬৭টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কমেছে ৪,৭৪৭ জন। ১২ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) ভারতে ১১,৩৯,২৩০টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ১১,৩৯,২৩০টি স্যাম্পেলের মধ্যে পজিটিভ এসেছে ৪৯,০৭৯টি স্যাম্পেল, বাকিগুলি নেগেটিভ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এ পর্যন্ত দেশে ১২,৩১,০১,৭৩৯টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

# বিজেপি শাসিত রাজ্যে কঠোরোধ করা হচ্ছে সত্য সাংবাদিকতা : রাহুল গান্ধী

নয়াদিলি, ১৩ নভেম্বর (হিস.): অসমের সাংবাদিক পরাগ ভূঁইয়াদের রহস্য-মৃত্যু নিয়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে একঘোষে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। রাহুল তীব্র নিন্দা করে টুইটারে লিখেছেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যে সত্য সাংবাদিকতার কঠোরোধ করা হচ্ছে। গত বুধবার রাত ৮.১৫ মিনিট নাগাদ তিনসুকীয়া জেলায় ১৫ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে নিজের

বাড়ির কাছে তীব্র বেগে ছুটে আসা একটি গাড়ির ধাক্কায় মারাত্মক জখম হন ৫৩ বছর বয়সি সাংবাদিক পরাগ ভূঁইয়াকে। কাকোপাথার থানার কাছে এই ঘটনায় গুরুত্বের জখম পরাগকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে উত্তরপ্রদেশের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে বৃহস্পতিবার সকালে তিনি মারা যান। সাংবাদিকের রহস্য-মৃত্যু নিয়ে

গুরেজ টুইট করেন রাহুল গান্ধী। রাহুল টুইটারে লেখেন, "বিজেপি নেতাদের দুর্নীতি ফাঁস করা, অসমের সাংবাদিক পরাগ ভূঁইয়াকে সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর পরিবারকে আমরা সব মনোবলে। অসম, মহাপ্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশ, বিজেপি শাসিত রাজ্যে সত্য সাংবাদিকতার কঠোরোধ করা হচ্ছে এবং যারা বাতায় মারা যান। সাংবাদিকের রহস্য-মৃত্যু নিয়ে

# ডিমা হাসাও জেলায় সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলেই বিদ্যুতের মাশুল ৫০ শতাংশ রেহাই : দেবোলাল

হাফলং (অসম), ১৩ নভেম্বর (হিস.): ডিমা হাসাও জেলায় সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বিদ্যুতের মাশুল ৫০ শতাংশ রেহাই দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) দেবোলাল গারলোসা। গুরেজ হাফলং বিজেপির ওবিসি মোর্চার প্রথম কার্যনির্বাহী সভায় উপস্থিত হয়ে দেবোলাল গারলোসা বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে ২০১২ সালে উগ্রপন্থী সংগঠন এইচটিডি-র উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত মস চুক্তি অনুযায়ী ডিমা হাসাও জেলায় বিদ্যুৎমুখে ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৫ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। তাছাড়া এই সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে ইতিমধ্যে এপিজিসিএলের সঙ্গে উত্তর

কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী এপিজিসিএল পার্বত্য পরিষদকে এই সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প মনোমোহন সিং ১৫ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ব্রডগেজ প্রকল্প ও শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইন্সট-ওয়েস্ট করিডর নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোর্চার নেতৃত্বে কেন্দ্র বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং উইল্টে উঠলে পাহাড়ি জেলার ৮০ শতাংশ বেকার যুবক যুবতীর কর্মসংস্থান হবে। এ ব্যাপারেও এপিজিসিএলের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে জানান দেবোলাল। এদিকে ওবিসি মোর্চার সভায় ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি ধনপাইনন থাওসেন কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর স্বপ্ন ছিল

শিলচর-সৌরাষ্ট্র মহাসড়ক। তাছাড়া লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল এই বিজেপি সরকারের আমলে। কিন্তু মনোমোহন সিং ১৫ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ব্রডগেজ প্রকল্প ও শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইন্সট-ওয়েস্ট করিডর নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোর্চার নেতৃত্বে কেন্দ্র বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং উইল্টে উঠলে পাহাড়ি জেলার ৮০ শতাংশ বেকার যুবক যুবতীর কর্মসংস্থান হবে। এ ব্যাপারেও এপিজিসিএলের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে জানান দেবোলাল। এদিকে ওবিসি মোর্চার সভায় ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি ধনপাইনন থাওসেন কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর স্বপ্ন ছিল

ধনপাইনন থাওসেন দলের ওবিসি মোর্চার কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য বলেন, রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের জন্য হাতে রয়েছে চার পাঁচ মাস সময়। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির মিশন ১০০ প্লাস আসন। আর ডিমা হাসাও জেলা বিজেপির মিশন রাজ্যের ১২৬টি বিধানসভা আসনের মধ্যে হাফলংয়ের আসনে বৃহৎ বাধাবন্ধন হয়ে গিয়েছে। তাই এখন থেকেই বিজেপি নেতা কর্মীদের একজোট হয়ে কাজে নেমে পড়ার আহ্বান জানান জেলা বিজেপি সভাপতি ধনপাইনন থাওসেন। ওবিসি মোর্চার প্রথম কার্যনির্বাহী সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ইএম নন্দিতা গারলোসা, নিপোলাল হোজাই, পরিষদের সদস্য লিটন চক্রবর্তী, ঈশ্বরপ্রসাদ জুইশি, রাজ্য বিজেপির কার্যনির্বাহী সদস্য কুলেন্দ্র দাওলাগাপু প্রমুখ।



দীপাবলি উপলক্ষে গুরেজ আগরতলায় বিজেপির উদ্যোগে প্রদীপ বিতরণ করছেন। ছবি- নিজস্ব।







# সংস্করণ

## ল্যান্সারের জীবনে দেখা 'সেরা ক্রিকেটার' কোহলি



স্ট্রিট ওয়াহ ও রিকি পন্ডিংয়ের অস্ট্রেলিয়ার দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন জাস্টিন ল্যান্সার। যে দুটি দলকে রাখা যায় ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা দলগুলির ছোট তালিকায়। অনেক কিংবদন্তির সঙ্গে ল্যান্সার খেলেছেন, খেলোয়াড়ী জীবনে ও পরে দেখেছেন আরও অনেককে। তাদের সবার চেয়ে এগিয়ে রাখছেন তিনি বিরাট কোহলিকে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১০৫টি টেস্ট খেলেছেন ল্যান্সার। ম্যাথু হেইডেনের সঙ্গে তার জুটি টেস্ট ইতিহাসের সেরা উদ্বোধনী জুটিগুলির একটি। ৪৯ বছর বয়সী ল্যান্সার এখন অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের

আগে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে কোহলিকে তার দেখা সেরা উল্লেখ করে কারণও ব্যাখ্যা করলেন ল্যান্সার। "আগেও বলেছি, সে (কোহলি) সম্ভবত আমার জীবনে দেখা সেরা খেলোয়াড়। সেটি অনেক কারণেই। শুধু তার ব্যাটওয়ার কারণেই নয়, প্রাপশক্তি একটা বড় ব্যাপার। খেলাটির প্রতি তার পাশন, যেভাবে ফিল্ডিং করে। সে যা করে, সবকিছুতেই এতটা প্রাপশক্তি থাকে, আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়।" অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম টেস্ট শেবেই কোহলি দেশে ফিরবেন সন্তানসন্তবা স্ত্রী আনুশকা শর্মা পাশে থাকার জন্য। ভারতীয় অধিনায়ক না থাকায়

অস্ট্রেলিয়া সুবিধা পাবে, মানছেন ল্যান্সার। তবে ভারতকে তাতে হালকা করে দেখার সুযোগ নেই বলে মনে করেন তিনি। "অবশ্যই এটির প্রভাব পড়বে (কোহলির না থাকা)। তবে আমরা জানি ভারত খুব, খুবই ভালো দল। গত সিরিজে ওরা এখানে আমাদের হারিয়ে গেছে। এক সেকেন্ডের জন্যও আত্মতৃপ্তিতে ভোগার সুযোগ নেই। পুরো গ্রীষ্মেই আমাদের সেরাটা দিতে হবে এবং আমরা তা দিতে মুখিয়ে আছি।" অস্ট্রেলিয়ার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ও ধারাবাহিকার মহিফেল ভন অবশ্য মনে করেন, কোহলিকে ছাড়া তিনি টেস্ট খেলে লড়াই করতেও পারবে না ভারত। "অস্ট্রেলিয়ায় ও টেস্টে থাকছেন না কোহলি... প্রথম সন্তান জন্মের সময় পাশে থাকাই সঠিক সিদ্ধান্ত... তবে এটির মানে, অস্ট্রেলিয়া সহজেই সিরিজ জিতবে।" ৪ টেস্ট ম্যাচের সিরিজটি শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর। তার আগে ২৭ নভেম্বর থেকে সীমিত ওভারের সিরিজ। আইপিএল শেষে ভারতীয় দল এর মধ্যেই পা রেখেছে সিডনিতে। সেখানে দুই সপ্তাহ কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে তাদের, তবে সেখানে অনুশীলন সুবিধা পাচ্ছেন তারা।

## শতভাগ ফিট নন রোহিত, জানালেন সৌরভ



চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরে মুম্বাই ইন্ডিয়ানের হয়ে খেলেছেন টানা তিন ম্যাচ। আইপিএল ফাইনালে করেছেন ম্যাচ জেতানো ফিফটি। তবে রোহিত শর্মা এখনও পুরোপুরি ফিট নন, দাবি বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি। আইপিএলে গত ১৮ অক্টোবর কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিপক্ষে ম্যাচে হামস্ট্রিংয়ে চোট পান মুম্বাই অধিনায়ক রোহিত। ২৬ অক্টোবর তাকে ছাড়াই অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য তিন সপ্তাহের দল ঘোষণা করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তবে দল ঘোষণার পরপরই রোহিতকে দেখা যায় মুম্বাই দলের

নেটে ব্যাট করতে চোট পাওয়ার পর চার ম্যাচের বাইরে থাকা এই ওপেনার খেলেন দলের শেষ তিন ম্যাচে। অবদান রাখেন ফাইনালে দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়ে মুম্বাইয়ের পঞ্চম শিরোপা জয়ে। দা উইককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোহিতের ফিটনেস নিয়ে কথা বলেন সৌরভ। "রোহিত এখনও কেবল ৭০ শতাংশ ফিট। এই কারণেই (অস্ট্রেলিয়া সফরে) ওয়ানডে ও টি-২০য়ে টি দলে তাকে রাখা হয়নি। কেবলমাত্র টেস্ট স্কোয়াডে যোগ করা হয়েছে।" শুরুতে কোনো দলে না রাখলেও পরে অস্ট্রেলিয়া সফরের

টেস্ট দলে যুক্ত করা হয় রোহিতকে। সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়া গেলেও রোহিত দলের সঙ্গে যাননি। বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে তিনি পুনর্বাসন চালিয়ে যাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। আর ফিটনেস পরীক্ষা দিয়ে আগামী ১৭ ডিসেম্বর শুরু প্রথম টেস্টের আগে দলের সঙ্গে ওয়ানডে ও টি-২০য়ে টি দলে যোগ দেবেন তিনি। এর আগে রোহিতকে আইপিএলের প্লে অফ খেলার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন বিসিসিআই প্রধান সৌরভ।

## আইপিএল জুড়ে 'ফ্লপ-শো'-এর জন্য ম্যাক্সওয়েলকে ১০ কোটির চিয়ারলিডার বললেন সেওয়াগ

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): এবার বীরেন্দ্র সেওয়াগের তোপের মুখে অজি অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। আইপিএল জুড়ে "ফ্লপ-শো"-এর জন্য ম্যাক্সওয়েলকে ১০ কোটির চিয়ারলিডার বললেন বীর। ২০২০ সালের আইপিএলে ১০.৭৫ কোটি টাকা খরচ করে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে কিনেছিল কিংস ইলেভেন পঞ্জাব। ১৩ ম্যাচ খেলে তিনি করেছেন মাত্র ১০৮ রান। স্ট্রাইক রেট ১০১.৮৮। আর গড় ১৫.৪২। আর খোলামেলা আড্ডায় বীরেন্দ্র সেওয়াগের শো "বীর কি বৈঠক"-এ ম্যাক্সওয়েলকে "১০ কোটির চিয়ারলিডার" বললেন তিনি। সেওয়াগ বলেছেন, "গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ১০ কোটি টাকার এই চিয়ারলিডার পঞ্জাবের জন্য বায়বল্ক হয়ে গেল। কয়েক বছর ধরেই খারাপ পারফর্ম করছে এই অজি ক্রিকেটার। আর এ বছর তো আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এটাকে বলে হাইলি পেইড ব্যাকেশন।" শুধু ম্যাক্সওয়েলই নয়, আরও পাঁচ জন ক্রিকেটারের নাম বলেছেন যাঁরা এবারের আইপিএলে হতাশজনক পারফর্ম করেছেন।

## কুঁচকিতে চোট, ব্রাজিলের বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার খেলা হবে না নেইমারের

ব্রাসিলিয়া, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ আমেরিকা জোনের কোয়ালিফায়ারে ব্রাজিল উরুগুয়ে ম্যাচে খেলতে পারবেন না তারকা স্ট্রাইকার নেইমার জুনিয়র। কুঁচকিতে চোটের কারণে ওই ম্যাচে নেইমারকে পাবে না ব্রাজিল। ব্রাজিল শিবিরে দুঃসংবাদ। দক্ষিণ আমেরিকা জোনের কোয়ালিফায়ারে ব্রাজিল উরুগুয়ে ম্যাচে খেলতে পারবেন না তারকা স্ট্রাইকার নেইমার জুনিয়র। কুঁচকিতে চোটের কারণে ওই ম্যাচে নেইমারকে পাবে না ব্রাজিল। জানা গেছে, পিএসজি'র হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে খেলতে গিয়ে কুঁচকিতে চোট পেয়েছিলেন নেইমার। চোট যে গুরুতর তা জানিয়েছিলেন পিএসজির কোচ টাসেল। তিনি আগেই জানিয়েছিলেন যে নেইমারের যা চোট তাতে তাঁর পক্ষে খেলা সম্ভব নয়। তাই ব্রাজিল কোচ তিতে তাকে দলের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ম্যাচে নেইমার খেলছেন না। ব্রাজিল দলের ডাক্তার রডরিগো লাসমার জানান, অনুশীলন থেকে মাত্র চারদিনের ছুটিতে তাঁর চোট সারেনি। প্রসঙ্গত চোটের কারণে ইতিমধ্যেই ব্রাজিল কুটিনহো, ফারিনহো, এডার, গ্যাব্রিয়েলদের পাচ্ছে না।

## শিরোপা জিততে সতীর্থদের উন্নতির তাগিদ ক্রুসের



উপান-পতনের মধ্য দিয়ে যাওয়া রিয়াল মাদ্রিদ মৌসুমে এখনও নিজেদের সেভাবে মেলে ধরতে পারেনি। পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতার অভাব স্পষ্ট। তাই শিরোপা জিততে চাইলে তাদের আরও উন্নতি করতে হবে বলে মনে করেন দলটির জার্মান মিজফন্ডার টনি ক্রুস লা লিগায় নিজেদের সবশেষ ম্যাচে গত রোববার ডালেপিয়ার মাঠে ৪-১ গোলে হারে রিয়াল। লিগে আট ম্যাচে এটি তাদের দ্বিতীয় হার। পঞ্চম ম্যাচ ডেতে ঘরের মাঠে তারা হেরেছিল কাদিসের বিপক্ষে। পাঁচ জয় ও এক ড্রয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় গতবারের চ্যাম্পিয়নদের অবস্থান চারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তাদের গুরুত্ব হয় ভীষণ বাজে। শাখতার দোনেৎস্কের বিপক্ষে ঘরের মাঠে হেরে অভিযান গুরু পর দ্বিতীয়

ম্যাচে বরশিয়া মনশেনগ্লাডবাখের বিপক্ষে শেষের দুই গোলে কোনোমতে ২-২ ড্র করে ইউরোপের সফলতম দলটি। পরের ম্যাচে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরও পয়েন্ট হারানোর শঙ্কায় পড়েছিল। রক্তিরগোর শেষ দিকের গোলে স্বস্তির জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা চলমান আন্তর্জাতিক বিরতিতে স্প্যানিশ ক্রীড়া পত্রিকা মার্কােকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্রুস তুলে ধরলেন, কোন জায়গায় উন্নতি করতে হবে তাদের। "আমাদের কিছু একটার অভাব আছে। এটি গোপন কোনো বিষয় নয়। সবাই দেখতে পারছে। আমরা খুব বেশি অভাব বোধ করছি না... কিন্তু আমাদের ধারাবাহিক হতে হবে। যদি ম্যাচের ফলগুলোর দিকে তাকান; দুটি ভালো, একটি খারাপ, দুটি ভালো, একটি

খারাপ।" "আমাদের আরও ভালো করতে হবে। কিছু ম্যাচে আমরা আরও ভালো করতে পারতাম। যেমন কখনো কখনো বিপক্ষে ইন্টারের বিপক্ষে প্রথমার্ধে... অবশ্যই উন্নতি করতে পারি, তবে আমাদের ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে।" "পার্শ্বকটাও ভালোভাবে ধরতে পারছেন রিয়ালের হয়ে তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও দুটি লা লিগা শিরোপা জেতা ৩০ বছর বয়সী এই ফুটবলার। "যদি বার্সেলোনার বিপক্ষে ভালো করতে পারি তাহলে ঘরের মাঠে কাদিস বা শাখতারের (দোনেৎস্ক) বিপক্ষেও আমাদের ভালো খেলতে হবে। বড় সমস্যাটা এখানেই। কখনও কখনও আমরা খুব ভালো করছি, আবার কখনও খুব খারাপ। শিরোপা জিততে হলে আমাদের উন্নতি করতে হবে।"

## ডের তৃপ্তি-অতৃপ্তি দুটোই আছে

প্রথমার্ধে গোছালো ফুটবল খেলা বাংলাদেশ দ্বিতীয়ার্ধে খেই হারিয়েছিল। তাই শেষ পর্যন্ত জিতলেও দলের শেষ ভাগের খেলা নিয়ে খুশি হতে পারেননি কোচ জেমি ডে বরফজাতীয় স্টেডিয়ামে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম স্ট্রীতি ম্যাচে নেপালকে ২-০ গোলে হারায় বাংলাদেশ। প্রথমার্ধে নাবী নেওয়াজ জীবন দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে দারুণ এক গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মাহবুবুর রহমান সুফিল দ্বিতীয়ার্ধে সুফিলের গোলের আগের সময়টা বাংলাদেশ ছিল একেবারে ছন্দহীন। ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে দুই গোলদাতার প্রশংসা করলেও দ্বিতীয়ার্ধের ওই সময়টুকু নিয়ে আন্তরিক কথা জানালেন ডে। "দুটি গোলই খুব ভালো হয়েছে। দ্বিতীয় গোল ম্যাচটা শেষ করে দিয়েছে। এরপর আরও কয়েকটা গোল হতে পারত, কিন্তু হয়নি। তবে দল জেতায় আমি খুব খুশি। দ্বিতীয়ার্ধে নেপাল ভালো খেলেছে। বলের দখল ও নিয়ন্ত্রণ ওদের ছিল।" "এটা আমার কাছে প্রিসিজন ম্যাচ ছিল। কারো চোট হয়নি এটা ভালো



ব্যাপার। আমাদের সামনে আরও কঠিন ম্যাচ আছে। কাতারের মাঠে খেলতে যাব। সেখানে আরও কঠিন ম্যাচ হবে। এই জয় আমার কাছে অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই জয়ে ভেসে যাচ্ছি না। দ্বিতীয় ম্যাচ (নেপালের বিপক্ষে) কঠিন হবে।" "মাঝমাঝে আলো ছড়াতো পারেননি জামাল ভূইয়া। বদলি নামা সোচে প্রত্যাহার, আতিকুর রহমান ফাহাদও ছিলেন নিশ্চিন্দ। সব মিলিয়ে ম্যাচে মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ ছিল না দলের খুঁটোয়। এর কারণ লম্বা সময় পর খেলতে নামা বলে মনে করেন ৪১ বছর বয়সী

এই কোচ। "মিডফিল্ডে দুই বছর পর খেলছে ফাহাদ। বাকিরা আট মাস পর খেলছে। ফলে খেলোয়াড়দের মধ্যে কিছুটা জড়তা থাকবে, এটা স্বাভাবিক। এভাবে দীর্ঘ বিরতি দিয়ে খেলতে নামার পর স্বাভাবিক খেলা সহজ নয়। প্রথমার্ধে ভালো ছিল, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে নিখুঁত ছিল না।" "জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক ম্যাচে প্রত্যাহার খিটখিটো প্রতিদানও দিতে পারেননি সুমন রেজা। উত্তর বারিধারার এই ফরোয়ার্ডের অকারণ ছোটখুঁটিতে কিছুটা 'বিরক্ত' কোচ। "সুমন খুবই অকারণ ছোটখুঁটি করেছে।"

## করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সালাহ

বাজে সময় যেন পিছু ছাড়ছে না লিভারপুলের। জাতীয় দলের সঙ্গে থাকার সময়ে দলটির মিশরীয় ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে মিশর ফুটবল ফেডারেশন ও ক্রুবার এক বিবৃতিতে জানায়, ২৮ বছর বয়সী এই ফুটবলারের শরীরে কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি এবং সেলফ আইসোলেশনে আছেন তিনি। দলের বাকিদের কোভিড-১৯ পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে বলেও জানানো হয় বিবৃতিতে স্বাভাবিকভাবে জাতীয় দলের আসন্ন দুই ম্যাচে খেলতে পারবেন সালাহ। আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সের বাছাইয়ে শনিবার টোগোর মুখোমুখি হবে মিশর। একই দলের বিপক্ষে মঙ্গলবার ফিরতি পর্বের ম্যাচ খেলবে তারা নিজেদের পরবর্তী দুই ম্যাচে হয়তো সালাহকে পাবে না লিভারপুলও। আগামী ২১ নভেম্বর প্রিমিয়ার লিগে লেস্টার সিটি ও এর চার দিন পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আতালান্তার বিপক্ষে খেলবে তারা। এরই মধ্যে চোট নিয়ে মার্চের বাইরে ছিটকে গেছেন দলটির বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়। করোনাভাইরাসেও আক্রান্ত হয়েছেন কয়েকজন। চলতি মৌসুমে লিগে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের প্রথম আট ম্যাচেই খেলেছেন সালাহ। গোল করেছেন আটটি।

বাজে সময় যেন পিছু ছাড়ছে না লিভারপুলের। জাতীয় দলের সঙ্গে থাকার সময়ে দলটির মিশরীয় ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে মিশর ফুটবল ফেডারেশন ও ক্রুবার এক বিবৃতিতে জানায়, ২৮ বছর বয়সী এই ফুটবলারের শরীরে কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি এবং সেলফ আইসোলেশনে আছেন তিনি। দলের বাকিদের কোভিড-১৯ পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে বলেও জানানো হয় বিবৃতিতে স্বাভাবিকভাবে জাতীয় দলের আসন্ন দুই ম্যাচে খেলতে পারবেন সালাহ। আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সের বাছাইয়ে শনিবার টোগোর মুখোমুখি হবে মিশর। একই দলের বিপক্ষে মঙ্গলবার ফিরতি পর্বের ম্যাচ খেলবে তারা নিজেদের পরবর্তী দুই ম্যাচে হয়তো সালাহকে পাবে না লিভারপুলও। আগামী ২১ নভেম্বর প্রিমিয়ার লিগে লেস্টার সিটি ও এর চার দিন পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আতালান্তার বিপক্ষে খেলবে তারা। এরই মধ্যে চোট নিয়ে মার্চের বাইরে ছিটকে গেছেন দলটির বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়। করোনাভাইরাসেও আক্রান্ত হয়েছেন কয়েকজন। চলতি মৌসুমে লিগে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের প্রথম আট ম্যাচেই খেলেছেন সালাহ। গোল করেছেন আটটি।

**Advertisement**  
**REGIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY (RIPSAT), ABHOYNAGAR AGARTALA.**  
**Counselling for admission in RIPSAT**  
 ALL THE ALLICANT OF D.PHARM (ALLOPATHY, AYURVEDA & HOMEOPAT41Y) AND B. PHARM (ENDOWMENT CATEGORY) IN RIPSAT ARE HEREBY INFORMED TO VISIT THE INSTITUTE WEB-SITE www.ripsat.nic.in OR INSTITUTE NOTICE BOARD OF RIPSAT, ABHOYNAGAR, AGARTALA, TRIPURA FOR DETAIL OF COUSSELLING PROCEDURE OF THE ABOVE MENTIONED COURSES AT RIPSAT  
**D. PHARM COURSES**  
 DATE OF 1ST COUNSELLING: 19-11-2020  
 DATE OF 2ND COUSSELLING: 25-11-2020  
 (If any seats will remain vacant during 1st Counselling)  
**B.PHARM COURSES**  
 DATE OF 1ST COUNSELLING: 20-11-2020  
 DATE OF 2ND COUSSELLING: 26-11-2020  
 (If any seats will remain vacant during 1st Counselling)  
 ICA-D-852/20 PRINCIPAL, RIPSAT

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 18/EE/PWD(R&B)/STB/2020-21 dated: 10-11-2020**  
 The Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD(R&B) Santirbazar, South Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, percentage rate e-tender from the Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Companies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 PM on 30-11-2020 for the following work:- Construction of 1000 MT capacity Food Godown including Guard room at Santirbazar under Santirbazar Sub-Division, South Tripura/SB - Building portion including internal Water Supply, Sanitary Installation, Sewage & Drainage works (2nd Call). Estimated Cost - Rs. 1,68,33,619.00  
 Sd/- Illegible  
 Executive Engineer  
 Santirbazar Division, PWD(R&B)  
 Santirbazar, South Tripura  
 ICA-C-2105/20

**Walk-In-Interview**  
 A walk-in-interview will be held on 25th Nov. 2020 at 11 AM in the Respective Department, Govt. Degree College, Santirbazar for engagement of Guest Lecturer of following subjects:  
 1. Kokborok 2  
 2. Education 1  
 3. Environment Science 1  
 4. Political Science 1  
 5. History 1  
 6. Bengali 2  
 7. English 1  
 Candidates having 55% marks in Master Degree level in the concerned subject for UR category and 50% marks for SC/ST/PH and Ph.D degree holders may appear before the interview board with all original certificates and photocopy of the same along with an application in a plain paper at the date and time mentioned above.  
 Preference will be given to NET/SET/PHD candidates and appointment will be made on merit basis maintaining the reservation policy of the State Government. Payment of Remuneration (Rs. 400/- Per Class) and other terms and conditions for the appointment will be made as per guidelines/norms of the state governments.  
 No TA/DA will be paid for appearing the interview.  
 Sd/- Illegible  
 Principal-in-charge  
 Govt. Degree College  
 Santirbazar, Tripura  
 ICA-D-855/20

এক ক্লিকেই সম্পূর্ণ বাংলায়  
 টাটকা খবর। প্রতিনিয়ত  
 আপডেট পেতে দেখুন  
 Bengali News Portal  
 www.jagarantripura.com  
 মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই খবর পড়তে পারবেন

No F. 499-513, F.1(114)/CEX/KHW/e-Tender/2020/Vol-II Dated, Khowai 11/11/2020  
**ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER FOR THE SETTLEMENT OF RETAIL VEND OF UNSETTLED FOREIGN LIQUOR AND COUNTRY LIQUOR SHOPS FOR THE REMAINING PART OF THE FINANCIAL YEAR 2020-21, 2021-22 & 2022-23 UNDER KHOWAI DISTRICT, TRIPURA.**  
 The collector of Excise, Khowai District invites online Tenders through the Tripura tenders Portal at (https://tripuratenders.gov.in) from the interested bidders who are requested to quote their rate/bid for retail vend of 04(four) nos. Foreign Liquor and 04 (four) nos. Country Liquor shops under Khowai District, Tripura for the remaining part of the financial year 2020-21, 2021-22 & 2022-23.  
 Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from (https://tripuratenders.gov.in).  
 The interested bidder are requested to dovs.nload and to go through the instructions/terms & conditions/critical dates/eligibility criteria noted in the DNIT minutely.  
 Eligible bidders shall participate in bidding only through website (https://tripuratenders.gov.in). The e-procurement portal will not allow any bidder to attempt bidding, after the schedule date and time of bid submission is over. Submission of bids physically is not permitted.  
 The last date of e-bidding is up to 5.30 pm of 03/12/2020 and e-tender will be opened at 12.30 pm of 04/12/2020 in till & office of the undersigned.  
 All future Addendum/Corrigendum pertaining to this tender, if issued, shall be made available only in the Tripura tenders Portal at (https://tripuratenders.gov.in).  
 Collector of Excise  
 Khowai District, Tripura.  
 ICA-C-2100/20



১০৩২৩ এডহক  
শিক্ষকদের  
কনভেনশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর। অল ত্রিপুরা সরকারি ১০৩২৩ এডহক শিক্ষক-কর্মচারীদের কনভেনশন গুরুত্বপূর্ণ আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে রাজ্যের আটটি জেলা থেকে চাকরিচ্যুত শিক্ষক কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন। কনভেনশনে সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। কনভেনশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান রাজ্য সরকার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সংগঠন আশাবাদী শীঘ্রই তাদেরকে সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত করা হবে। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত সংগঠন। তবে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই যদি চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা না হয় তাহলে তাহারা বৃহত্তর আন্দোলনে शामिल হতে বাধ্য হবেন বলে ঋশিয়ারি দিয়েছেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিহারে নির্বাচনে জয়ী  
হওয়ায় তেলিয়ামুড়ায়  
বিজেপির র্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ নভেম্বর। বিহার নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির পুনরায় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং বিহারের সাফল্যের জন্য গোটী রাজ্যের সাথে তেলিয়ামুড়ায় মহাকুমায় ও ভারতীয় জনতা পার্টির তেলিয়ামুড়া মন্ডলের উদ্যোগে এক অভিনন্দন র্যালী অনুষ্ঠিত হয় গুরুত্বপূর্ণ বিকেল আনুমানিক ৫:০০ টা নাগাদ। এই র্যালীতে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচিব কল্যাণী রায়, মন্ডল সভাপতি রঞ্জিত সুব্রহ্মণ্য, বিজেপি নেতৃত্ব আশীষ দেবনাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ব। এদিনের এই র্যালী তেলিয়ামুড়া মন্ডল কার্যালয়ে সামনে থেকে শুরু করে তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করে পুনরায় মন্ডলের সামনে এসে শেষ হয়। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিধায়িকা কল্যাণী রায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

অগ্নিনির্বাপক  
দপ্তরের ওসির  
মারে আহত কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের ওসি রঞ্জিত ভৌমিকের মারধরে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এক দমকলকর্মী। আহত দমকল কর্মীর নাম বিপ্লব বিশ্বাস তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে ঘটনার বিবরণে জানা যায় দমকলকর্মী বিপ্লব বিশ্বাস বিলোনিয়া ফায়ার সার্ভিসের ও সিরস কাছের অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাকে উদয়পুর এর বদলে বিলোনিয়া ডিউটি করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। তখন ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। তাতেই বিপ্লব বিশ্বাস নামে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী গুরুতরভাবে আহত হন। এ ব্যাপারে ওসির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

খোয়াইয়ে দুর্ঘটনায়  
গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর। খোয়াই থানা এলাকার পহর মুড়ায় পথ দুর্ঘটনায় ১ ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তির নাম নুপেন্দ্র পাল জালা যায় তিনি খোয়াই শহর থেকে বাজারহাট ছেড়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। পহর মুড়া বাজার এলাকায় পৌঁছালে একটি দ্রুতগামী বলেরো মালবাহী গাড়ি তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গ সঙ্গ এগিয়ে যান। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনায় আহত নুপেন্দ্র পালের অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় খোয়াই জেলা হাসপাতাল থেকে তাকে জীবিতে স্থানান্তর করা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন

বোলেরো গাড়ির চালকের অসাবধানতার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এ ব্যাপারে খোয়াই থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্ত গাড়ি ও চালককে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

মতিনগরে চুরি যাওয়া  
বাইকসহ আটক তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর। সিপাহী জলা জেলার সোনামুড়া মতিনগর থেকে চুরি যাওয়া বাইক সহ তিন জনকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে দুটি বাইক উদ্ধার হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সোনামুড়া থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে টিআইবির কর্মকর্তারা সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে

বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটা নাগাদ সোনামুড়া মতিনগর এলাকায় হানা দেন। সোনামুড়া থানার পুলিশও এ অভিযানের সামিল হয়। অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে সুনামুরা থানার ওসি পার্থ নাথ ভৌমিক জানিয়েছেন, ৩ ডি আই বি কর্মকর্তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে মতি নগর এলাকায় ৩ বাইক

চোর বাইক সহ অবস্থান করছে। সেই খবরের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তারা মতি নগর এলাকায় হানা দেন। হানা দিয়ে তারা যথারীতি সাফল্য পান। দুটি বাইক সহ আটক করা ও কুখ্যাত চোরকে সোনামুড়া থানার হেফাজতে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

আগরতলায় বাজারগুলিতে প্রশাসনের  
অভিযান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর। বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাজারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ লোক চৌমুহনী বাজারে অভিযান চালায় মহকুমা প্রশাসনের এক প্রতিনিধি দল। অভিযানকারী দল চৌমুহনী বাজারে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সঙ্গে সর্জন-ফল সহ অন্যান্য জিনিসপত্রের দাম সম্পর্কে কথা বলে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সীকার করেন যে বর্তমানে আলু

পেঁয়াজ সবজি সহ অন্যান্য জিনিসপত্রের দাম কতটুকু হলেও অনেক বেশি। পাইকারি ক্রেয় মূল্যের সঙ্গে খুচরা বিক্রয় মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য থাকে তা খতিয়ে দেখতে ই মা প্রশাসনের তরফ থেকে বাজার হাটে এ ধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরে এ ধরনের অভিযান চালানোর ফলে বাজারে জিনিসপত্রের দাম কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে দাবি করছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। হ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এর পাশাপাশি বাজারগুলিতে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার বন্ধ

করার জন্য অভিযান চালানো হয়। যেসব দোকানে বেআইনিভাবে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বিক্রি করা হচ্ছে এবং ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সদরের ডিসিএম আসিস বিশ্বাসের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ চৌমুহনী বাজারে এ অভিযান চালানো হয়। এ ধরনের অভিযান আগামী দিনগুলিতে অব্যাহত থাকবে বলে সদরের ডিসিএম আসিস বিশ্বাস জানিয়েছেন।



আগরতলায় আনন্দময়ী কালী মন্দির আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে দীপাবলি উপলক্ষে। ছবি-নিজস্ব।

মসজিদে ঢুকে হত্যার  
চেষ্টা, গুরুতর আহত বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ নভেম্বর। পারিবারিক কলহের জেরে আজ দুপুরের নামাজ আদায় করতে গিয়ে প্রাণে বাঁচলেন বৃদ্ধ আবু তাহের (৬০)। ঘটনা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত গর্জি আউট পোস্টের গর্জি মসজিদে। অন্যান্য দিনের মতো আজও আবু তাহের নামাজ

আদায় করতে গর্জি মসজিদে প্রবেশ করে মাত্র নামাজ আদায় শুরু করেছেন- এমন সময় আবু তাহেরের মেয়ের জামাই রহমত উল্লাহ মসজিদে প্রবেশ করে আবু তাহেরের উপর রেড জাতীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায় আঘাত করে। মসজিদে নামাজের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে এলাকাবাসী।

উল্লা পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সহযোগিতায় আবু তাহেরকে গর্জি হাসপাতাল থেকে তে পানিয়া জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। মসজিদে ঢুকে এই ধরনের আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে এলাকাবাসী।



প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক দেবরত কলইয়ের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীফু দেববর্মণ। ছবি-নিজস্ব।

প্রদেশ বিজেপির  
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য  
শ্যামহরি শর্মার  
শহীদান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর। বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শ্যামহরি শর্মা ত্রিশতম শহীদান দিবস গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠান হয় কুফনগর স্থিত বিজেপির প্রধান কার্যালয়ে। বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শহীদ শ্যাম হরি শর্মার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে দলীয় নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা বলেন হাজার ১৯৯১ সালের ১৩ নভেম্বর লালবাহাদুর চৌমুহনীতে উপ নির্বাচনের প্রচার চলাকালে শহীদ হয়েছিলেন শ্যাম হরি শর্মা।

পুলিশ ও বিএসএফের গাঁজা  
বিরোধী অভিযান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর। সরকার ও প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাঁজা চাষ অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ বিএসএফ এবং গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা এইসব গাঁজা চাষ বন্ধ করার জন্য তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। কাজের বিভিন্ন স্থানে গাঁজা চাষ বিরোধী জোরদার করা হয়েছে। সিপাহী জলা জেলার সোনামুড়া মনায় এবং উপজেলার কুমারঘাট শান্তির বাজার এলাকায় পৃথক পৃথক গাঁজা বিরোধী অভিযান চালিয়ে প্রচুর গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে পুলিশ বিএসএফ এবং

প্রশাসনের কর্মকর্তারা। ঘটনার বিবরণ দিয়ে সোনামুড়া থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানিয়েছেন সোনামুড়া মহকুমার কলম চণ্ডা থানা এলাকার দক্ষিণ কলম চণ্ডা এলাকায় পুলিশ বিএসএফ এবং মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা গাঁজা বিরোধী অভিযানের সামিল হন দক্ষিণ কলম চণ্ডা এলাকায় ব্যাপক হারে গাঁজা চাষ হচ্ছে বলে সুনির্দিষ্ট খবর আসে। থানার পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযানের সামিল হয়। অভিযান চালাতে গিয়ে তারা প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার গাঁজা ছাড়া

কেটে ধ্বংস করে দিয়েছেন। গাঁজা ক্ষেত ধ্বংস করে দেওয়া হলেও এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ বিএসএফ এবং মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে গাঁজা চাষিরা পালিয়ে যায় বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। সোনামুড়া থানার ওসি ভারত দেববর্মণ জানিয়েছেন ওই এলাকায় ব্যাপকহারে গাঁজার চাষ হচ্ছে বলে তাদের কাছে খবর রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে গাঁজা চাষ বিরোধী

ছয়ের পাতায় দেখুন

আঠারমুড়া পাহাড়ে ঐতিহ্যবাহী মন্দিরে মহাযজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ নভেম্বর। ভারতবর্ষের ৫১ পীরের এক পীঠ ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির। ঠিক এই মন্দিরের আদলে তৈরি খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়া কামী রুক এর অধীন আঠারোমুড়া পাহাড়ে একটি ঐতিহ্যবাহী মন্দির। প্রথম থেকে কস্তিপাথরে মূর্তিপূজার করা হলেও এখন স্থায়ী মূর্তির পূজা হয়। প্রায় তেরশত বছরের উপর ধরে তেলিয়ামুড়া মহকুমার এই প্রত্যন্ত গ্রামে আঠারোমুড়া পাহাড়ের


হয়ে আসছে। তবে এ বছরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো মায়ের পূজার পাশাপাশি বাঁশ বেতের সুসজ্জিত টং ঘর করে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু হয়ে মায়ের মহাযজ্ঞ। ৫০ জন সন্ন্যাসী দের নিয়ে হবে এই যজ্ঞের আয়োজন। এই করোনা মহামারী কালে সরকারি সিদ্ধান্তের কথা মাথায় রেখে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সহ সবকিছুরই আয়োজন থাকবে। তবে এবার হবে না মেলা। তেলিয়ামুড়া মহকুমার এই প্রত্যন্ত গ্রামে আঠারোমুড়া পাহাড়ের

পাদদেশে এই দীপাবলি উৎসব জাতি উপজাতি অংশের মানুষের জন্য এক মৈত্রীর বন্ধন তৈরি করে। সারা রাজ্য থেকেই দর্শনার্থীরা ভীড় জমায় এই উৎসব প্রাসঙ্গে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান এবং ধর্মিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্যামা মায়ের এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় এই মন্দিরে। জানা যায় শুভাই সুয়ালং শিশন এর অন্তর্গত শুভাই সুয়ালং সোসাইটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে এই দীপাবলি উৎসব। সোসাইটির এক কর্মকর্তা আমাদের


ছয়ের পাতায় দেখুন

১৭ নভেম্বর এন আই  
টি আগরতলার  
ত্রয়োদশ সমাবর্তন


আগরতলা, ১৩ নভেম্বর। আগামী ১৭ নভেম্বর সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে এন আই টি আগরতলার ত্রয়োদশ বাচুয়াল ই-সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। উপরন্তুপতি এম বেঞ্চাইয়া নাইডু সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। তাছাড়া অধ্যাপক গৌতম ভেমুরী এবং জয়েন্ট ক্যাপিটেল সার্ভিস ও মুখা ইগুস্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান অনিল মুখা সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এন আই টি আগরতলার বোর্ড অফ গভর্নরস এর চেয়ারম্যান সুভাষ চন্দ্র সাটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ২৪ জন পি এইচ ডি, ১৮১ জন এম টেক, ১৪ জন এম বি এ, ২৪ জন এম এস সি, ২০ জন এম সি এ, ২৫ জন বি এস এম এস, ৬ জন বি টি এম টি, ৫০৪ জন বি টেক, ২০ জন বি এস এবং ৯ জন বি টি ছাত্রছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদান করা হবে। এন আই টি আগরতলার বাচুয়াল ই সমাবর্তনে সর্বমোট ৮৫৭ জন ছাত্রছাত্রীকে ডিগ্রীর শংসাপত্র প্রদান করা হবে। এন আই টি আগরতলার অধিকার অধ্যাপক হরিশ কুমার শর্মা সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদান করবেন। এন আই টি আগরতলার পক্ষ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।



স্বাধীনতা  
ত্রিপুরা সরকার



“আলোর  
রোশনাইতে  
পরভূত হোক  
সমস্ত অশুভ শক্তি”



ICA-D-850/20

দীপাবলিতে  
রাজ্যবাসীকে  
আন্তরিক শুভেচ্ছা  
ও শুভকামনা

ত্রিপুরা সরকার

চাঁচুবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ন্যাশনাল  
কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যাণ্ডার্ডের অধীনে স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর। সকল সরকারি হাসপাতালের পরিষেবার মান উন্নত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি হাসপাতালগুলিকে ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যাণ্ডার্ড (এন কিউ এ এস)-এর স্বীকৃতি বাধ্যতামূলক করেছে। এর মাধ্যমে একটি সরকারি হাসপাতাল সকল প্রকার কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মেনে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে কিনা তা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রক নিযুক্ত পর্যবেক্ষকদ্বারা পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। যদি

পর্যবেক্ষকের তদারকিতে পরিষেবার মান কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রচলিত নির্দেশিকার কমপক্ষে ৭০ শতাংশ সামস্যপূর্ণ হয় তাহলে হাসপাতালটিকে এন কিউ এ এস-এর অধীনে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পুরস্কার স্বরূপ আর্থিক অনুদানও দেওয়া হয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দুজন পর্যবেক্ষক রাজ্যের চাঁচুবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি গত ২০ ও ২১ অক্টোবর ভার্চুয়াল পর্যবেক্ষণ করেন। তারা হাসপাতালের প্রতিটি পরিষেবার

মান গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন। আজ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা এক চিঠিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিবকে জানিয়েছেন যে, চাঁচুবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মান সন্তোষজনক এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের গাইডলাইন অনুযায়ী ৮৭.৪ সামস্যপূর্ণ। সেজন্য চাঁচুবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে এন কিউ এ এস-এর অধীনে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। চাঁচুবাজার প্রাথমিক

স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়াও বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতাল, তেবাঙ্গাল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আঠারোমুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং উত্তর জেলার জঙ্গলী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ত্রিপুরার এন কিউ এ এস স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হাসপাতাল। উল্লেখ্য এন কিউ এ এস-এর অধীনে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হাসপাতালের সংখ্যার নিরিখে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রথম স্থানে রয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে আজ এই সংবাদ জানিয়েছেন।